পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব

প্রকাশনার ৮১ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৩ ❖ ১২-১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

এই ক্রুশ কত মহান

ক্রুশের আহ্বান

ক্রুশ ও ক্রুশের পথ আমাদের জীবনের পথ

খ্রিস্টীয় শিষ্যত্ব হলো ক্রুশের পথের যাত্রা

শোকার্তা জননীকে নিয়ে অনুধ্যান

ARE YOU IN TROUBLES WITH TAX & VAT ??

STEP IN OUR OFFICE OR CALL US FOR SOLUTION

1. We are one and only full-fledged Christian Accounting Firm that you can trust.
2. We are a Group of Experts to solve your any Financial & Regulatory issues.
3. If you have any doubt of our expertise, then try once free of charge.
4. We are committed to solve your Financial & Regulatory problems at lower cost.
5. **We count each cent of Business. So, we entertain whatever the job, small or big.**

BOTLEROO & ASSOCIATES
Cost & Management Accountants
Certified Financial Cosultant (Canada)
Income Tax Practitiooner (NBR)
VAT Consultant (NBR)

OFFICE ADDRESS
Suite # 337 (3rd. Floor)
RH Home Centre
74/B/1, Green Road
Dhaka - 1215

JONES A. BOTLEROO, FCMA
Principal & CEO
Botleroo & Associates
Mob : 01714063300, 01827685258
E-mail : botleroo.jones@gmail.com

বিজ্ঞ/২৩৭/২১

সুবর্ণ সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!! সুবর্ণ সুযোগ!!!

বড়দিন উপলক্ষে টেলিভিশনে সম্প্রচারের জন্য স্ক্রিপ্ট আহ্বান

- আপনি কি লেখালেখি করেন?
- আপনি কি নাটক লেখেন?
- আপনি কি আসন্ন বড়দিনে টেলিভিশনে সম্প্রচারের জন্য স্ক্রিপ্ট লিখতে আগ্রহী?
- তাহলে আজই লিখতে শুরু করুন। স্ক্রিপ্টে থাকবে বিশ্বাস-প্রত্যাশা, মিলন-আনন্দসহ খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন নাটক। নাট্যাংশে থাকবে যিশুর জন্ম-কাহিনী।
- আরও থাকবে : নাচ, গান, বাণী।

স্ক্রিপ্ট আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ অথবা তার পূর্বে নিম্ন ঠিকানায় পৌছাতে হবে। কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত শ্রেষ্ঠ স্ক্রিপ্টটি নিয়ে কাজ করা হবে। স্ক্রিপ্ট সংযোজন, বিয়োজন বা বাতিল করার পূর্ণ ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের থাকবে।

পরিচালক
খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail : wklypratibeshi@gmail.com

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ৩৩
১২ - ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
২৮ ভাদ্র - ৩ আশ্বিন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

ক্রুশের মাহাত্ম্য ও ক্রুশীয় মূল্যবোধ চর্চা

খ্রিস্টান ছাড়া অন্য ধর্মের ভাই-বোনদের কাছে ক্রুশ খ্রিস্টবিশ্বাসীদের চিহ্নিতকরণের একটি উপাদান। কিন্তু খ্রিস্টবিশ্বাসীদের কাছে তা অতি প্রিয় ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ একটি চিহ্ন। কেননা খ্রিস্টানগণ বিশ্বাস করেন ঈশ্বরের ইচ্ছা বাস্তবায়িত করতেই যিশু ক্রুশের উপরে প্রাণত্যাগ করে মানব মুক্তির দ্বার খুলে দিয়েছেন। ক্রুশে মৃত্যু বরণ করার মধ্যদিয়ে তিনি মানুষের পাপ মোচন করে, পাপীকে ক্ষমা দিয়ে ঘৃণ্য ক্রুশকে মহিমান্বিত করেছেন। যিশুর সময়ে সাধারণত ঘৃণ্য দস্যুরা ক্রুশীয় মৃত্যুতে দণ্ডিত হতো। কিন্তু যিশু কোন দোষ বা অপরাধ না করেও শুধুমাত্র মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করতে এবং সমাজের মঙ্গল করতে ঘৃণিত ক্রুশ মৃত্যু গ্রহণ করেন। সুদীর্ঘ সময় বৃহৎ ভারি ক্রুশ গ্রহণ ও বহন করা ছিল অতীব কষ্টকর। কিন্তু তিনি বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য সমস্ত কষ্ট-যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করেন। কেননা তিনি যদি ক্রুশমৃত্যু বরণ না করেন তাহলে ঈশ্বরের সাথে মানবের মিলন হবে না। ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্যদিয়ে যিশু ঈশ্বর ও মানবের মিলন সাধন করেন।

যিশুর জীবনে সবসময় সঙ্গী হয়ে পিতার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে সহায়তা করেছেন তাঁর মা মারীয়া। জীবনের নিদারুণ কষ্টের সময় মা মারীয়াই যিশুর পাশে ছিলেন। যিশুর ক্রুশের নীচেও অব্যক্ত ও অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে উপস্থিত ছিলেন যিশুর মা ও তাঁর প্রিয় শিষ্য। এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেও যিশু তাঁর মাকে বললেন, মা ঐ দেখ তোমার সন্তান আর প্রিয় শিষ্যকে বললেন, ঐ দেখ, তোমার মা। এমনিভাবে শোকার্ত মানবকূলকে পরম কষ্টের মধ্যেও সান্ত্বনা ও সহায়তা দান করেন যিশু। ক্রুশে যারা যিশুকে বিদ্ধ করছিল তাদের প্রতি করুণ দৃষ্টি ফেলে যিশু বলেন, পিতঃ এদের তুমি ক্ষমা কর। কেননা ওরা যে কি করছে তা ওরা জানে না। মৃত্যুর পূর্ব ক্ষণে ক্ষমার সেই অপূর্ব আদর্শ প্রদান মানবপ্রেমী যিশুর পক্ষেই সম্ভব। যার ফলে ঘৃণ্য ক্রুশ হয়ে ওঠে ভালবাসার প্রতীক। ঘৃণার পরাজয় আর ক্ষমার শক্তি প্রতিষ্ঠিত ক্রুশে। তাই ক্রুশের দু'টো দিগন্ত লক্ষ্য করা যায়; একটি কষ্ট-যন্ত্রণা, ব্যথা-বেদনার এবং অন্যটি আশা-আনন্দ, ক্ষমা-ভালবাসার। তাইতো ক্রুশের প্রতি আস্থা, ভালবাসা ও সম্মান জানিয়ে প্রতিবছর ১৪ সেপ্টেম্বর যখন পালন করা হয় পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব; ঠিক তার পরের দিনই স্মরণ করা হয় শোকার্তা জননী মারীয়ার স্মরণ দিবস।

ক্রুশের যাত্রাপথে যিশু বার-বার মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন, সৈন্য ও বিদ্রুপকারীদের তিরস্কার শুনেছেন। তবুও ক্রুশ নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। ভীষণ কষ্টকর হলেও তিনি ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে নিজেকে সরিয়ে নেননি। আর তাইতো যিশুর মধ্যদিয়ে ক্রুশ হয়েছে মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত। ক্রুশে মৃত্যুবরণ করার মধ্যদিয়েই যিশু স্বর্গে যাবার পথ উন্মুক্ত করেন। আর তাইতো যিশু সকলকে উদাত্ত আহ্বান করেন, যেন আমরা সকলে প্রতিদিনকার ক্রুশ বহন করে তাঁকে অনুসরণ করি। ক্রুশ বহনের কষ্টের মধ্যদিয়েই আমরা বিজয়ের আনন্দ পেতে পারবো। বর্তমানে খ্রিস্টানদের কাছে ক্রুশ গৌরব ও আনন্দের কারণ হলেও ক্রুশের মূল শিক্ষা হলো আত্মদান ও ভালোবাসা। ঈশ্বর ও মানুষকে ভালোবাসার কারণে নিজের আরাম-আয়েশ, সম্মান, ভোগ-বিলাসিতা, আমিত্ব, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অহংকার, ঈর্ষা, রাগ ইত্যাদি ত্যাগ করতে প্রতিনিয়ত নিজের কাছে নিজেই চ্যালেঞ্জের হয়ে উঠি। এগুলোই আমাদের প্রতিদিনের ক্রুশ। যিশু আমাদেরকে আহ্বান করছেন এই ক্রুশগুলো বহন করতে। তাই ক্রুশ কষ্ট আনে এটিই স্বাভাবিক ও সর্বজনীন একটি বোধ। কষ্টকর হলেও অপরের মঙ্গলের জন্য যখন আমরা নিজেদের ক্রুশগুলোকে বহন করি তখন যিশুর সাথে একাত্ম হই। যিশু আমাদেরকে প্রতিদিনকার নিজের ক্রুশ বহন করার আহ্বান জানিয়ে প্রতিদিন বিজয়ী হতে বলেন।

তাই জীবনে পরিত্রাণ লাভ আমাদেরকে নিজ নিজ ক্রুশ বহন করতেই হবে। আর সেই ক্রুশ বহনে আমাদের সর্বদা বিশ্বস্ত থাকতে হবে। যাতে আমারাও আমাদের ক্রুশের বিজয়োৎসব করতে পারি। আমরা যারা নিজেদেরকে খ্রিস্টান বলে পরিচয় দেই তারা যেন খ্রিস্টকে সামনে রেখে আমাদের জীবনের ক্রুশগুলো বা কঠিনতাগুলোকে বহন করে জীবনের গৌরব ও আনন্দ লাভ করতে পারি। আমাদের অনৈক্য, বিবাদ, রেষারেষি হোক আমাদের ঘৃণা, লজ্জা ও অপমানের কারণ। আর আত্মত্যাগ, ক্ষমা, ও পারস্পরিক পুনর্মিলন চর্চার মধ্যদিয়ে ক্রুশের বিজয়ের আনন্দ ও গৌরব আমাদের জীবনে প্রতিদিন প্রতিষ্ঠিত হোক॥ †

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বিশ্বাস : তার যদি কর্ম না থাকে, তা একেবারে মৃত।
- (যাকোব ২:১৭)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন

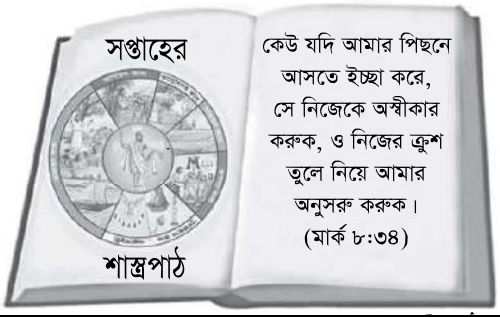

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১২ - ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

১২ সেপ্টেম্বর, রবিবার
ইসাইয়া ৫০: ৫-৯, সাম ১১৬: ১-৬, ৮-৯, যাকোব ২: ১৪-১৮, মার্ক ৮: ২৭-৩৫
কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও, সিএসসি-এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী।

১৩ সেপ্টেম্বর, সোমবার
সাধু যোহন খ্রীসোস্তম, বিশপ ও আচার্য-এর স্মরণ দিবসের খ্রিস্টযাগ।
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
২ করি ৪: ১০-১৮, সাম ৪০: ৬-১০, লুক ৬: ২৭-৩৮
অথবা: ১ তিমথি ২: ১-৮, সাম ২৮: ২, ৭-৯, লুক ৭: ১-১০

১৪ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার
পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব পর্ব
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
গণনা ২১: ৪খ-৯; অথবা ফিলিপ্পীয় ২: ৬-১১, সাম ৭৮: ১-২, ৩৪-৩৮, যোহন ৩: ১৩-১৭

১৫ সেপ্টেম্বর, বুধবার
শোকার্ত জননী মারীয়া-এর স্মরণ দিবস
হিব্রু ৫: ৭-৯, সাম ৩১: ১-৫, ১৪-১৫, ১৯, যোহন ১৯: ২৫-২৭; অথবা লুক ২: ৩৩-৩৫

১৬ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার
সাধু কর্ণেলিউস, পোপ এবং সাধু সিপ্রিয়ান, বিশপ ও ধর্মশহীদ-এর স্মরণ দিবস
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
২ করি ৪: ৭-১৫, সাম ১২৬: ১-৬, যোহন ১৭: ২০-২৬
অথবা: ১ তিমথি ৪: ১২-১৬, সাম ১১১: ৭-১০, লুক ৭: ৩৬-৫০

১৭ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার
১ তিমথি ৬: ২গ-১২, সাম ৪৯: ৫-৯, ১৬-১৯, লুক ৮: ১-৩

১৮ সেপ্টেম্বর, শনিবার
মা মারীয়ার স্মরণে খ্রিস্টযাগ
১ তিমথি ৬: ১৩-১৬, সাম ১০০: ১-৫, লুক ৮: ৪-১৫

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১২ সেপ্টেম্বর, রবিবার
+ ১৯৬০ ফাদার গডফ্রে ক্লেমেন্ট সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১৩ সেপ্টেম্বর, সোমবার
+ ১৯৩৮ ফাদার ফ্রান্সিস বোয়ের্স সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮২ ফাদার ফ্রান্সিস বার্টন সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৯ সিস্টার মেরী ফিলেচিতা পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

১৫ সেপ্টেম্বর, বুধবার
+ ২০০৬ সিস্টার মারীসেলিন এসএমআরএ (ঢাকা)

১৬ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৪৩ সিস্টার এম ডোসিটে আরএনডিএম
+ ১৯৯২ ব্রাদার প্যাট্রিক লুইস ডি'কস্তা সিএসসি (ঢাকা)

১৮ সেপ্টেম্বর, শনিবার
+ ২০১০ ফাদার শিমন তিগ্যা (দিনাজপুর)
+ ২০১০ সিস্টার মেরী বার্ণাডেট পিসিপিএ

কাথলিক মণ্ডলীতে কেন থাকব? প্রসঙ্গে কিছু কথা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পথচলার ৮১ বছর, ২৯ সংখ্যায় মহামান্য বিশপ জের্ভাস রোজারিও কর্তৃক কাথলিক মণ্ডলীতে কেন থাকব প্রকাশিত লেখাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অন্তর্নিহিত অর্থে ভরপুর। সাহসিকতার সহিত সত্য ঘটনাবলী সাপ্তাহিকে প্রকাশে সত্যি প্রশংসার দাবিদার। শ্রদ্ধাভরে বিশপ মহোদয়ের প্রতি আমার আন্তরিক ভালবাসাসহ শতসহস্র ধন্যবাদ জানাই।

বিগত ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৯ তারিখে আর্চবিশপ হাউজে ঢাকা ধর্মপ্রদেশীয় ন্যায় ও শান্তি কমিশন এবং কারিতাস কর্তৃক আয়োজিত খ্রিস্টান আইনজীবী ও সরকারী কর্মকর্তাদের আনন্দ সমাবেশ ও মতবিনিময় সভায় মহামান্য আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা প্রধান অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, আমরা যত বড় পদেই থাকি না কেন আমাদের সব সময় মনে থাকে যেন যে, আমরা খ্রিস্টান। সত্যিই আপনারা ভাগ্যবান। কারণ সুশিক্ষিত এবং ভাল অবস্থানে আছেন। আশা করি আপনারা খ্রিস্টান সমাজের দিকে দৃষ্টি রাখবেন। গরিব-দুঃখী মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন। আপনাদের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। আপনারাই পারেন মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করতে।

সভায় উপস্থিত সুধিজনের বক্তব্য: আমাদের মধ্যে কিভাবে ঐক্য গড়ে তুলতে পারি তা ভেবে দেখতে হবে, কারণ আমরা প্রত্যেকজন প্রেরিতদূত। সমস্ত অন্যায়, অত্যাচার, মিথ্যা উৎপাটন করে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাবক্তিক ভূমিকা রাখতে হবে। আমাদের জন্য মৌলিক বিষয় হল আমরা কিভাবে আরো বেশি একত্রিতভাবে কাজ করতে পারি তার কৌশল বের করা। আমাদের চিন্তাভাবনা যদি দূরদর্শী না হয় তাহলে আমরা ক্ষুদ্র খ্রিস্টান সমাজে টিকে থাকতে পারব না। আমাদেরকে সততা ও ন্যায্যতার মাধ্যমে দেশ ও জাতির জন্য কাজ করতে হবে। শুধু কথায় নয়, বাস্তবে আদর্শের প্রতি অবিচল থাকলেই সমাজ ও জাতির উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অক্ষুন্ন থাকবে, বিশ্বাস করি।

শ্রদ্ধেয় ফাদার আলবার্ট টমাস রোজারিও সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায় কতিপয় বিশিষ্টজনের মনের কথা প্রতিবেশী ৬৯ বর্ষ ৩৬ সংখ্যায় প্রকাশ করলেও ধারাবাহিক অনুসরণে কার্যকরী পদক্ষেপ গৃহীত না হওয়ায় সামাজিক উন্নয়নের চিন্তাভাবনা বিঘ্নিত হচ্ছে। কেননা অনেকের ইচ্ছাশক্তি থাকা সত্ত্বেও পরিবেশ বিবেচনায় চুপ থাকায় সমাজের নেতৃত্বদানকারী বর্তমানে শূন্যের কোঠায়। দেখবে কে? সবাই ব্যস্ত। গুণীজনের কথা:

হে সাধক, কেন মিছে ভুলে যাও পাছে
বিধাতার সন্তুষ্টি মেলে মানব সেবার মাঝে।

সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদে আমাদের কোন কিছুরই অভাব নেই, অভাব শুধু যোগ্যতাসম্পন্ন নেতৃত্বদানকারী পরিচালকের।

পিটার পল গমেজ
মনিপুরিপাড়া, ঢাকা-১২১৫

খ্রিস্টীয় শিষ্যত্ব হলো ক্রুশের পথে যাত্রা

ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি

প্রত্যেক খ্রিস্টবিশ্বাসীরই যিশুর পবিত্র ক্রুশের প্রতিকৃতি বা ক্রুশের প্রতি রয়েছে অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি, যা যুগে যুগে মহিমান্বিত হয়ে আসছে। খ্রিস্টীয় বিশ্বাসে-ধ্যানে-ভক্তিতে এবং ঐশতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে যিশুর পবিত্র ক্রুশের রয়েছে অপরিসীম তাৎপর্য। খ্রিস্টধর্ম ও ক্রুশ যেন একই সূত্রে গাঁথা - ঠিক যেমন, যিশু ও ক্রুশ - এই দুই যুগলকে কখনো আলাদা করা যায় না। ঐশ পরিকল্পনায় মানবমুক্তির ইতিহাসে যিশু খ্রিস্ট ও তাঁর ক্রুশ এক গভীর বন্ধনে আবদ্ধ, ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত। তাই ক্রুশীয় ধ্যান হলো খ্রিস্ট-ধ্যান- আর ক্রুশ ও খ্রিস্ট-ধ্যান হলো মানবমুক্তি ধ্যান, যা প্রত্যেক খ্রিস্টবিশ্বাসীর আজীবন ধ্যান-সাধনা।

পবিত্র ক্রুশের ঐতিহাসিক পটভূমি

ক) প্রাক-খ্রিস্টীয় যুগে ক্রুশ

ক্রুশে টাঙ্গিয়ে কাউকে পরম শাস্তি দেওয়ার বিধানটি ছিল প্রাচ্যের পারস্য দেশীয় রীতি, যা পরে পাশ্চাত্য জগতে প্রচলিত হয়ে ওঠে। গ্রীকরা এই শাস্তি খুব কমই ব্যবহার করতো; কিন্তু কার্থাসবাসী ও রোমানদের কাছে তা বহু ব্যবহৃত ছিল। কিন্তু রোমান শাসকগণ কখনোই এই শাস্তি রোমান নাগরিকদের প্রদান করতেন না। এই শাস্তি ছিল দুর্ধর্ষ ডাকাত, নরহত্যাকারী, রাজদ্রোহী, জলদস্যু এবং দাসদের জন্যে নির্ধারিত। রোমানগণ উক্ত অপরাধীদের সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে ক্রুশে টাঙ্গিয়ে হত্যা করতো এবং ভয় দেখানো হতো, যেন কেউ এরূপ অপরাধ করতে সাহস না পায়। যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যু তার কোন ব্যতিক্রম ছিল না।

খ) খ্রিস্টীয় যুগে ক্রুশ

খ্রিস্টীয় যুগের প্রথম দিকে কয়েক শতাব্দী ধরে ক্রুশের প্রতীক ব্যবহারের পূর্ব পর্যন্ত যিশু খ্রিস্টের প্রতীক হিসেবে বিভিন্ন রকমের প্রতীক ব্যবহৃত হয়ে আসছিল; যেমন: কবুতর, জাহাজ, জাহাজের নোঙ্গর ও মাছ। ঐ সময় যিশুর প্রতীক হিসেবে মাছের প্রতীক সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীতে সম্রাট কনস্নস্টাইনের সময় থেকে খ্রিস্টমন্ডলীতে যিশুর প্রতীক হিসেবে ক্রুশের ব্যবহার প্রবর্তিত হয়। ফলে, যে ক্রুশ ছিল রোমানদের কাছে চরম লজ্জা, ঘৃণা ও অমপানের চিহ্ন, তা কালক্রমে খ্রিস্টবশ্বাসীদের কাছে হয়ে উঠে পরম ভক্তি, বিশ্বাস ও মুক্তির চিহ্ন বা প্রতীক।

যিশুর ক্রুশের বিজয়-যাত্রা

ক) ৩১২ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট কন্সটানটাইনের যুদ্ধে জয়লাভ

৩১২ খ্রিস্টাব্দে রোম সম্রাট কন্সটানটাইনের যুদ্ধে জয়লাভ খ্রিস্টমণ্ডলীর জন্যে নবযাত্রার একটি উজ্জ্বল মাইল-ফলক সূচনা করে। কেননা, **৩১২ খ্রিস্টাব্দে** টাইবার নদীর মিলভিয়ান ব্রিজে মাক্সেনসিয়াসের সাথে যুদ্ধে সম্রাট কন্সটানটাইনের বিজয় লাভের মধ্যদিয়ে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টীয় যুগের এক নবযুগের সূচনা ঘটে। এই বিজয় লাভের ফলে প্রায় তিনশত বছর ধরে চলে আসা রোমের খ্রিস্টানদের উপর চরম ও নির্মম অত্যাচার-নিপীড়নের পরিসমাপ্তি ঘটে। ৩১৩ খ্রিস্টাব্দে ঘোষিত

'মিলানের নির্দেশনামা' বলে রোম সাম্রাজ্যে 'ধর্মীয় স্বাধীনতা' স্বীকৃতি লাভ করে। খ্রিস্টান লেখক ল্যাক্টানসিয়াস ও ইউসিবিয়াসের বর্ণনা অনুসারে সম্রাট কন্সটাইনের এই বিজয় লাভের পিছনে একটি বড় অলৌকিক হস্তক্ষেপ রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। ৩১২ খ্রিস্টাব্দে সেনাপতি কন্সটানটাইন তার সৈন্যদল নিয়ে যুদ্ধ যাত্রাপথে হঠাৎ আকাশে একটি বড় ক্রুশ চিহ্ন দেখতে পান, যার নিচে লেখা ছিল: 'এই চিহ্নে তুমি জয় লাভ করবে' (*'In hoc singo vinses'*)।৩

২) সাধ্বী হেলেন কর্তৃক যিশুর ক্রুশ আবিষ্কার ও ক্রুশের আশ্চর্য মহিমা

কথিত আছে যে, প্রথম খ্রিস্টান সম্রাট কন্সন্টাইনের ধার্মিকা মা হেলেন (পরবর্তীতে যিনি সাধ্বী হেলেন নামে পরিচিত) অতিশয় আগ্রহী ছিলেন যিশুর পবিত্র ক্রুশটি আবিষ্কারের জন্যে। সেই সদ্দিচ্ছা নিয়ে তিনি তার সন্তান সম্রাট কনস্টান্টাইনকে অনুরোধ করেন, যেন এই মহতী কাজে সহায়তা করেন। অনেক তথ্য সংগ্রহের পর তিনি জানতে পারেন যে, পৌত্তলিক রোমান সম্রাটের আদেশে যিশুর ক্রুশ কালভেরিতে যেখানে সমাহিত করা হয়েছিল, সেখানে রোমীয় দেব দেবীর মন্দির স্থাপন করা হয় - যাতে খ্রিস্টানগণ ক্রুশের প্রতি কোন ভক্তি-মন্দির গড়ে তুলতে না পারে। সম্রাট-মাতা হেলেনের নির্দেশে সেই পৌত্তলিক মন্দিরের স্থান খুঁড়ে তিনটি ক্রুশ আবিষ্কৃত হয়। যিশুর ক্রুশস্পর্শে একজন কুষ্ঠরোগীর আশ্চর্যকর্ম সম্পন্ন হওয়ার মধ্য দিয়ে যিশুর ক্রুশটি নিশ্চিত করা হয়।

ক্রুশের চিহ্নে খ্রিস্টানদের জীবনের যাত্রা শুরু ও সমাপ্তি

ক) দীক্ষাস্নান লাভের সময়:

দীক্ষাস্নান অনুষ্ঠান শুরু হয় পবিত্র ক্রুশের চিহ্ন দিয়ে। পুরোহিত বলেন: "পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে। আমেন।" কাজেই, ক্রুশ-মন্ত্রে অবগাহিত হয়েই একজন যিশুর অনুসারী খ্রিস্টীয় জীবনে প্রবেশ করে; আজীবন শয়তানকে ও সমস্ত মন্দকে পরিত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা করে। কেননা, দীক্ষা-গ্রহণের মধ্যদিয়ে ঈশ্বর-পুত্র যিশুকে সেই ব্যক্তি তার জীবনের মুক্তিদাতা ও জীবনদাতা হিসেবে গ্রহণ করে। তাই যিশুর মত ক্রুশ বহন করে এবং ক্রুশের বিজয়ী শক্তিতে শয়তানের সমস্ত মন্দ ও পাপকে পরাজিত করার মাধ্যমে মুক্তির জয়ধ্বনি ঘোষণা করতে সে আজীবন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

খ) জীবনের যাত্রা সমাপ্তিতে:

কোন খ্রিস্টানের মৃতদেহ কবরে শায়িত করার সময় শেষ বারের মত পবিত্র জল দিয়ে আশীর্বাদ করে পুরোহিত/ক্যাটিখিস্ট বলেন: "পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে। আমেন।" এভাবে ক্রুশের চিহ্নে চিহ্নিত হয়েই একজন খ্রিস্ট-বিশ্বাসীর ইহ-জীবন সমাপ্তি লাভ করে এবং ক্রুশ বিজয়ী মুক্তিদাতা যিশুর কাছে অনন্তকালীন নব-জীবন লাভের যাত্রা শুরু করে।

প্রতীক হিসাবে ক্রুশের ব্যবহারিক গুরুত্ব

ক) ক্রুশ খ্রিস্টানদের পরিচয়পত্র

ক্রুশের রয়েছে অনেক নীরব ভাষা। তার মধ্যে সমগ্র বিশ্বে সর্বজন বিদিত একটি ধারণা ও জ্ঞান প্রচলিত রয়েছে যে, ক্রুশ হলো খ্রিস্টানদের পরিচয়পত্র (ID) বা পরিচয়চিহ্ন (identification)। কাজেই, ক্রুশের এই নীরব ও শক্তিশালী প্রতীক গলায় বা দেহের শোভনীয় স্থানে ব্যবহার করে একজন খ্রিস্টান অতি সহজেই নিজেকে অন্যের কাছে একজন খ্রিস্টান হিসেবে তার পরিচয় তুলে ধরেন।

খ) খ্রিস্টান বাড়ি-ঘর ও প্রতিষ্ঠানের পরিচয়চিহ্ন হিসেবে ক্রুশ

গির্জায় (ও প্রার্থনা-গৃহের) চূড়ায়, গির্জার বেদীতে, খ্রিস্টানদের বাড়ি বা দালানের দৃষ্টিনন্দন স্থানে এবং অনেক খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পরিচিতি ও ভক্তির চিহ্ন হিসারে ক্রুশ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আর তা থেকে অন্যেরা সহজেই খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠান ও বাড়ি-ঘরগুলো সহজেই চিনে নিতে পারেন। বাংলাদেশের অনেক জায়গাতেই তা পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়াও ডাক্তারদের চেম্বারে, ক্লিনিকে, স্বাস্থ্য কেন্দ্রে, জাহাজে, সাম্পানে, ইত্যাদিতে ক্রুশ

চিহ্নের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, যা আশা ও আলোর নির্দেশনা প্রদান করে।

খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতায় ক্রুশের গুরুত্ব

ক্রুশ খ্রিস্টানদের জীবন-ব্রত। যিশু নিজেই বলেন: "যদি কেউ আমার শিষ্য হতে চায়, তবে সে আত্মত্যাগ করুক এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক"। খ্রিস্টীয় জীবনে প্রবেশ বা যাত্রা যেমন শুরু হয় ক্রুশের চিহ্ন দিয়ে, তেমনি ভাবে একজন খ্রিস্টানুসারীর জীবনযাত্রা আমৃত্যু চলে ক্রুশের পথ বেয়ে। খ্রিস্টান হওয়ার অর্থ হলো: খ্রিস্টের সাথে আমরণ ক্রুশ বয়ে চলা এবং নিজ জীবনের কালভেরির যজ্ঞ বেদিতে যিশুর মত সমর্পিত হওয়া। তাই, এটা হতেই পারে না যে, যেখানে স্বয়ং গুরু-যিশু মুক্তিদায়ী বেদনা ও কষ্টদায়ী ক্রুশ বহন করেছেন, সেখানে তাঁরই অনুগামী কোন শিষ্য তার জীবনের ক্রুশ বহন করবে না।

ক্রুশ হলো ভালবাসার গভীর ভালবাসার চিহ্ন। কাউকে ভালবাসি বলেই তার জন্য ক্রুশ বহন করি, কষ্ট করি। যত বড় ভালবাসা অন্যকে দিতে চাই, তত বড় ক্রুশ বহন করি। তাই যিশু মানুষের মুক্তির জন্যে হৃদয়ের গভীর ভালবাসা দিয়ে চরম অপমানের ক্রুশ, ক্রুশীয় অসহ্য ব্যথা-বেদনা, চরম লজ্জা ও অপমানের ক্রুশ ও ক্রুশীয় মৃত্যু স্বেচ্ছায় বরণ করে নিলেন এবং এভাবে মানুষের মুক্তি বা পরিত্রাণ আনয়ন করলেন।

ক্রুশীয় ধ্যানে কিছু বিশেষ ব্যক্তি

ক) পুণ্যময়ী মাতা ধন্যা মারীয়া

যিশুর পবিত্র ক্রুশের ধ্যানে-উপলব্ধিতে যিনি প্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি, তিনি হলেন স্বয়ং যিশুর পুণ্যময়ী মাতা ধন্যা মারীয়া। মানব মুক্তিকর্মে ও পরিত্রাণের পুণ্য যজ্ঞ-বেদীতে তিনি তাঁর পুত্র যিশুর সাথে পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করেন। ধন্যা মারীয়ার সাতটি শোক হলো তাঁর ক্রুশের পথের সাতটি ধ্যানময় স্থান, যেখানে তিনি মুক্তিদায়ী ক্রুশের মর্মার্থ গভীর ভাবে ধ্যান করেছেন এবং স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছা অনুধাবন করতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর ক্রুশীয় ধ্যান ও ক্রুশের মর্ম-বেদনা চরম গভীরতা লাভ করে যিশুর সাথে ক্রুশের যাত্রা-পথে, স্বচক্ষে নিজ পুত্রকে ক্রুশে নির্মমভাবে বলি হতে দেখা, ক্রুশবিদ্ধ যিশুর পদতলে হৃদয়-আত্মায় ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় তাঁর অসহায় উপস্থিতি, এবং সর্বোপরি, তাঁর প্রাণপ্রিয় পুত্রের মৃতদেহ তাঁর ক্রোড়ে স্থাপনের সময়। আর এভাবে সত্য হলো শিশু যিশুকে জেরুশালেমের মন্দিরে উৎসর্গের সময় ধার্মিক সিমিয়নের প্রাবক্তিক বাণী: "---তোমার নিজের প্রাণও একদিন যেন এক খড়্গের আঘাতে বিদীর্ণ হবে।"

খ) খ্রিস্টের ক্রুশ নিয়ে সাধু পলের গর্ব

যিশুর বিশেষ মনোনীত প্রেরিত শিষ্য সাধু পল যিশুর ক্রুশ ধ্যান করে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন যে, যিশু স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছার প্রতি পরম আনুগত্য দেখিয়ে চরম অপমানের ক্রুশীয় মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিলেন। অন্যদিকে, স্বর্গীয় পিতা তাঁর পুত্রের এই পরম আনুগত্য দেখে পরম প্রীত হন এবং তাঁকে প্রদান করেন স্বর্গের সর্বোচ্চ সম্মানের আসন। *(দ্র: ফিলিপ্পিয় ২:৪-১০)* মানবমুক্তিদায়ী মৃত্যুর প্রতীক যিশুর ক্রুশ ও ক্রুশবিদ্ধ যিশু হয়ে উঠে সাধু পলের ধ্যান-জ্ঞান, সাধনা এবং গর্ব: "ঈশ্বর করুন, আমি নিজে যেন আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের ক্রুশ ছাড়া অন্য কোন-কিছু নিয়ে কখনো গর্ব না করি।"

গ) ধন্য ফাদার বাসিল আন্তনি মেরী মরো

মা মারীয়ার ভক্ত ধন্য ফাদার মরোর বিশেষ ধ্যান ছিল ধন্যা মারীয়ার সপ্তশোকে গাঁথা ক্রুশ। ধন্য ফাদার মরো তার জীবনের চরম বেদনা ও কষ্টকর মুহূর্তগুলোকে মা মারীয়ার সপ্তশোকের সাথে গভীর ভাবে ধ্যান করেছেন। নিজ জীবনে ক্রুশের মর্ম-সত্য গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছেন - নিজের স্থাপিত ধর্ম-সংঘের ভাইদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা করেছেন। তিনি ক্রুশের মধ্যেই দেখেছেন মুক্তির পরম আশা। তাই পবিত্র ক্রুশ ধর্ম-সংঘের মূলবাণী (motto) হিসেবে তিনি লিখেছেন যে: ক্রুশই আমাদের "একমাত্র আশা" ('Spes Unica'।১০

ক্রুশের বা ক্রুশীয় আধ্যাত্মিকতা

ইংরেজিতে একটি সুন্দর কথা প্রচলিত রয়েছে: "No cross, no crown" অর্থাৎ "ক্রুশ ছাড়া বিজয়মুকুট নেই।" অন্য কথায় বলা যেতে পারে: 'ক্রুশ ছাড়া খ্রিস্ট নেই।' এই সুন্দর কথামালার মধ্যেই যিশুর ক্রুশের গুরুত্ব ও মহত্ব লুকিয়ে রয়েছে। অর্থাৎ, যিশু মানবমুক্তির যে পরিকল্পনা অন্তরে ধারণ করে মর্ত্যে নেমে এলেন এবং তুচ্ছ নগন্য মানুষ হয়ে জন্ম নিলেন, তাঁর সেই মহতী পরিকল্পনা ক্রুশীয় মৃত্যু ছাড়া সম্ভব ছিল না। ক্রুশীয় মৃত্যু তাঁর জন্যে ছিল অবধারিত - যা তিনি স্বেচ্ছায় বরণ করে নেন; ক্রুশীয় মৃত্যুকে তিনি প্রেমভরে আলিঙ্গন করেন। কেননা, তিনি নিজেই এই ক্রুশীয় মৃত্যু দ্বারা তুচ্ছ নগন্য পাপীর জন্যে মুক্তি বা পরিত্রাণ আনয়ন করলেন: "আমি তো ধার্মিকদের নয়, পাপীদেরই আহ্বান জানাতে এসেছি" এবং "আমি এসেছি যাতে মানুষ জীবন পায়, পরিপূর্ণভাবেই তা পায়।"

ক্রুশীয় ধ্যানে ও অভিজ্ঞায় কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি

ক্রুশের ধ্যানে মগ্ন মা মারীয়া

"তোমার মাতৃ-হৃদয় খড়্গের আঘাতে বিদীর্ণ হবে।"

যিশুর ক্রুশের তলায় মারীয়া নীরব। কারো বিরুদ্ধে তাঁর কোন অভিযোগ নেই; কারো বিরুদ্ধে কোন রাগ নেই; কোন গালাগালি নেই। পরম ধীর, হৃদয়ে গভীর ধ্যান-মগ্নতা - ঈশ্বরের পরিকল্পনা ধ্যানে রত। এ যেন এক কঠিন পরীক্ষা! জীবনাহ্বানে আবার সেই জিজ্ঞাসা, ঈশ্বরের পরিকল্পনায় এক নীরব আপত্তি: "এ কী করে সম্ভব? আমার এই নির্দোষ-নিষ্পাপ সন্তানকে কেন এ ভাবে মরতে হচ্ছে?" তিনি ভাল করেই জানেন, তা শুধু আমার আপনার, আমাদের সকলের মুক্তির জন্যে।

ক্রুশেই আমাদের মুক্তির একমাত্র আশা

ক্রুশ ছাড়া কি খ্রিস্টানদের জীবন চিন্তা করা যায়? ক্রুশের পথ পরিহার করে কি কখনো স্বর্গে গমন করা যায়? মোটেই তা সম্ভব নয়। তাই হে খ্রিস্টবিশ্বাসী, হে খ্রিস্টের অনুসারী, "কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে, দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহিতে?" তাই মুক্তির মন্ত্র গ্রহণ করে এবং ক্রুশকে যিশুর মত ভালবাসা দিয়ে আলিঙ্গন করে আসুন আমরা প্রত্যেক খ্রিস্টান প্রতিনিয়ত বলি:

"ক্রুশকে আমি ভালবাসি, ক্রুশকে করি ভক্তি।" কেননা,

" হে ক্রুশ, পবিত্র, আমাদের একমাত্র মুক্তির আশা

তোমাকে আমরা নত মস্তকে প্রণাম করি।"

গ্রন্থপঞ্জি ও পাদটীকাসমূহ:

১. দ্রষ্টব্য: McKenzie, John L., S.J., Dictionary of the Bible, Milwaukee, 1965, page 161, 162

২. দ্রষ্টব্য: https://www.google.com/h?q=history+of+the+cross+as+a+christian+symbol&rlz=1C1BNSD=UTF-8

৩. দ্রষ্টব্য: মণ্ডলীর ইতিহাস পরিচিতি, জাতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর, ২০০১, পৃষ্ঠা ৪৬

৪. দ্রষ্টব্য: Our Participation in Christ's sacrifice, no.618, in Catechism of the Catholic Church, 1994

৫. মথি ১৬:২৪; মার্ক ৮:৩৪; লূক ৯:২৩, মঙ্গলবার্তা

৬. Jesus freely embraced the Father's redeeming love, no.609, in Catechism of the Catholic Church, 1994

৭. লূক ২:৩৫, মঙ্গলবার্তা

৮. দ্রষ্টব্য: ফিলিপ্পিয় ২:৪-১০, মঙ্গলবার্তা

৯. গালাতীয় ৬:১৪, মঙ্গলবার্তা

১০. Constitution and Statutes of the Congregation of Holy Cross, Cons. 8, no. 113

১১. মথি ৯:১৩ এবং যোহন ১০:১০, মঙ্গলবার্তা

১২, লূক ২:৩৫খ, মঙ্গলবার্তা॥

ক্রুশের আহ্বান

সিস্টার মেরী জেনেভী এসএমআরএ

প্রসারিত এক হাতে কাঁটার মুকুট, অন্য হাতে তিনটা পেরেক নিয়ে প্রভু যিশু যখন অনন্তের দিকে তাকিয়ে ডাকছিলেন ঠিক তখনই অনন্তের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সজাগ হয়ে দেখতে পেল তার সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে আছে। টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে এক গ্লাস জল খেয়ে নিল সে। এরপর বিছানায় বসে স্বপ্নটা নিয়ে আবার ভাবল। যিশু তার দিকে হাত বাড়িয়ে কিছু বলছে তাঁর এক হাতে কাঁটার মুকুট, অন্য হাতে পেরেক, পিছনে বড় একটা ক্রুশ। অনন্ত ভিতরে একটা অস্থিরতা অনুভব করল। কী কারণে, তা সে নিজেও বুঝতে পারছে না। তার খুব ইচ্ছা করল যিশুর একটা ক্রুশ বুকে চেপে ধরতে কিন্তু তা তো তার ঘরে নেই। অনন্তের ঘরটা খুব গোছানো দেয়ালে বিভিন্ন নায়ক-নায়িকা, তার প্রিয় খেলোয়ারদের ছবিতে পূর্ণ, সেখানে কোথাও যিশুর ক্রুশমূর্তির স্থান নেই। হঠাৎ তার মনে পড়ল তার প্রথম কম্যুনিয়নে ফাদার একটা রোজারিমালা দিয়েছিল। সেটার মধ্যে তো ক্রুশ আছে। অনন্ত তখনই সেটা খুঁজতে আরম্ভ করল। এতো বছর আগের মালা এতো সহজে কি পাওয়া যাবে? অনেক খোঁজাখুঁজির পর সেটা পেল টেবিলের ড্রয়ারে। রোজারিটা পেয়েই ক্রুশটা চুম্বন করে বুকে শক্ত করে চেপে ধরল। একটা শান্তি অনুভব করল। কত বয়স হবে অনন্তর ১৭-১৮, কত দিন ঠিক মতো গির্জায় যায় না, প্রার্থনা করে না। করোনার কারণে কলেজ যাওয়া হয়নি। বাড়ীতে আশে পাশের বন্ধুদের সাথে সময় কাটিয়েছে। ক্রুশের পথেও যোগ দেয় না ঠিক মতো। সেই অনন্ত আজ যিশুর ক্রুশ বুকে নিয়ে বসে আছে, কী হলো আজ? বুঝতে পারছে না সে নিজেও। বাকী রাত আর ঘুমাতে পারল না সে। সকালে সবাই ঘুম থেকে ওঠার আগেই প্রস্তুত হয়ে সে ভোরের খ্রিস্টযাগে যোগ দিল। খ্রিস্টযাগে কী হলো তাতে তার মনোযোগ নেই, সে শুধু গির্জার বড় ক্রুশের দিকেই তাকিয়ে ছিল। খ্রিস্টযাগ শেষ হওয়ার পরও সে বসে রইল। গির্জার ফাদার যথারীতি খ্রিস্টযাগের পর প্রার্থনা শেষ করে যখন বের হয়ে যাবেন তখন এক যুবককে বসে থাকতে দেখে এগিয়ে আসেন। কাছে এসে প্রশ্ন করেন কী হয়েছে বাবা? কোন সমস্যা? অনন্ত ফাদারের দিকে তাকিয়ে বলে, "ফাদার আমি অনেক দিন পাপস্বীকার করিনি আমি পাপস্বীকার করতে চাই"। তবে আমি কিভাবে পাপস্বীকার করতে হয় তা ভুলে গিয়েছি, আপনি কী আমাকে একটু সাহায্য করবেন? ফাদার তাকে আশ্বাস দেয়, অবশ্যই। অনন্ত পাপস্বীকার করল। ফাদার তাকে অনেক আশীর্বাদ করলেন। অনন্ত ফাদারের কাছে একটা ক্রুশ চাইল। ফাদার তাকে একটা বড় ক্রুশ দিল। সেটা নিয়েই অনন্ত বাড়ি ফিরল। অনন্ত যখন বাড়ি ফিরে গেল সে এক নতুন অনন্ত। তার কথা বলা, তার আচার-আচরণ সব পাল্টে গেছে। তার ঘর পাল্টে গেছে, সেই ঘরের দেয়ালে এখন যিশুর ক্রুশমূর্তি ও যিশুর ছবি শোভা পাচ্ছে। আসলে যিশু অনন্তকে চেতনা দিয়েছেন। তাঁর নিজের ক্রুশের আহ্বান দিয়ে একটি আত্মা ফিরিয়ে আনলেন। অনন্ত কোন মন্দ কাজে সময় কাটায়নি, কিন্তু যিশু ছাড়া সময় কাটিয়েছে। তাই যিশু তাঁর ক্রুশের শক্তিতে তাকে পুনরুত্থানের চেতনা দিয়েছেন।

ক্রুশ আমাদের প্রত্যেককেই নিজের দিকে তাকাতে আহ্বান করে। আমাদের জীবন যাপনের পরিবর্তন করে আমরাও যেন যিশুর ক্রুশের ভার কমাতে পারি সেই দিকে আহ্বান করে।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বলেন, "তপস্যাকাল হলো আশার সময়কাল; যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসি। এই তপস্যাকালে আশার অভিজ্ঞতার অর্থ হলো যিশু যিনি ক্রুশে তাঁর জীবন দিলেন এবং তৃতীয় দিবসে উত্থিত হলেন, তাঁর আশাকে গ্রহণ করা।"

আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই ক্রুশ আছে। অনেক সময় তা আমরা নিজেরাই সৃষ্টি করি। আবার কোন সময় পরিস্থিতিতে পড়ে আমরা ক্রুশ বহন করি। কিন্তু যিশু চান আমরা যেন ভালবাসা নিয়ে তাঁর ক্রুশের পথে চলি। যদি স্বেচ্ছায় ক্রুশকে বহন করতে পারি তবে ক্রুশ ও আমাদের বহন করবে। পুণ্যপিতা খুব সুন্দরভাবে আমাদের ক্রুশগুলো চিহ্নিত করেছেন। আমাদের অভিযোগ করার মনোভাব, তিক্ততার মনোভাব, স্বার্থপরতা, হিংসা- দ্বেষ, জাগতিকতা এগুলোই আমাদের ক্রুশ। এই ক্রুশগুলো উত্তরণের জন্য যিশুর যাতনাভোগ ধ্যান করতে হবে। নিজের মধ্যে সরলতা, প্রার্থনাময়তা, সহানুভূতি জাগ্রত করে দুর্বলতাগুলো উপরে ফেলতে হবে। অনন্ত তার জীবনে যিশুর ক্রুশের আহ্বান পেয়েছে; আমাদের জীবনেও যিশু আসেন, প্রতিনিয়তই আসেন, আমরা যেন সচেতন হয়ে প্রভু যিশুর ক্রুশের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর পুনরুত্থানের গৌরবের অংশী হতে পারি॥

জোনাইল খ্রীষ্টান এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
ডাকঘর : জোনাইল, উপজেলা : বড়াইগ্রাম, জেলা : নাটোর
রেজি :নং ৭০/৬৮, সংশোধিত রেজিঃ নং ০২/০৬, মোবাইল ঃ ০১৭১২-৪৬৯৮৯৮

সূত্র নং: JCACCUL/Sc/(038) 2020-2021 তারিখ ঃ০২/৯/২০২১ খ্রিস্টাব্দ

৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
অর্থ বছর : ২০১৯-২০২০

এতদ্বারা জোনাইল খ্রীষ্টান এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্যা/সদস্যাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, সকাল ৯ টার সময় বোর্ণী মারিয়াবাদ ধর্মপল্লীর ফাদার এ. কান্তন মিলনায়তনের সামনের মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় সকলকে যথা সময়ে উপস্থিত হয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :
- সকাল ৭টা ৩০ মিনিট হতে সকাল ৯টা পর্যন্ত খাদ্য কুপন, কোরাম পূর্তির কুপন বিতরণ ও নিবন্ধন।
- সকাল ৯টা হতে ১১টা পর্যন্ত শুধুমাত্র খাদ্য কূপন দেওয়া হবে।

ধন্যবাদান্তে,

সিলভানুস পরিমল কস্তা
সেক্রেটারী

বিজ্ঞ/২০৯/২১

এই ক্রুশ কত মহান, এসো করি গুণগান

রনেশ রবার্ট জেত্রা

বিশ্ব খ্রিস্ট মণ্ডলীতে 'ক্রুশ' হলো গৌরব, বিজয়, আশা ও নব-জীবনের প্রতীক। স্বয়ং খ্রিস্ট মানব জাতিকে ভালোবেসে ক্রুশ মৃত্যুকে গ্রহণ করেছেন। যে ক্রুশ তৎকালীন সময়ে লজ্জা ও অপমানের প্রতীক ছিল; সেই ক্রুশেই খ্রিস্ট আত্মদান করে ক্রুশকে করে তুলেছেন বিজয় ও গৌরবের প্রতীক। সেই ক্রুশই আজ খ্রিস্টমণ্ডলীতে সকল খ্রিস্টভক্তদের জীবনে হয়ে উঠেছে ভালোবাসা, আস্থা, সম্মান, আশা ও নব-জীবনের আলো। যে ক্রুশ গৌরব, মহিমা, ক্ষমা ও ভালোবাসার প্রতীক সে ক্রুশের প্রতি বিশ্বাসপূর্ণ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান জানিয়ে প্রতি বছর সমগ্র খ্রিস্টমণ্ডলী ১৪ সেপ্টেম্বর পালন করে থাকেন পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব। এই দিনে সকল খ্রিস্টভক্তগণ গভীরভাবে এবং ভক্তিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে স্মরণ করে থাকেন যিশুর ক্রুশ মৃত্যুকে। আমরা মানব জাতি সেই পবিত্র ক্রুশের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে, নব-জীবনের আশা ও প্রেরণা নিয়ে নিজ ক্রুশ বহন করে এবং অন্যকে ক্রুশ বহনে সাহায্য-সহযোগিতা করে স্বর্গের তীর্থযাত্রী হিসেবে সেই যাত্রাপথেই আমরা সকলে এগিয়ে যাই।

সকল খ্রিস্টানদের কাছে ক্রুশ গৌরব ও আনন্দের কারণ, সেই সাথে ক্রুশের মূল শিক্ষা আত্মদান ও ভালোবাসাও বটে। কারণ স্বয়ং খ্রিস্ট তাঁর পিতা ঈশ্বরের প্রতি অনুগত থেকে এবং মানুষকে ভালোবেসে তিনি নিজেকে দান করেছেন। জীবন বাস্তবতায় আত্মদান বা নিজেকে দান করে দেওয়া সহজ বিষয় নয়। মুখে বলা সহজ হলেও কাজে বাস্তবায়ন করা তা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। একমাত্র অন্যের প্রতি ভালোবাসা থাকলেই কাজটা কঠিন হলেও সহজে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। ঈশ্বর ও মানুষকে ভালো যে বাসে, সে নিজেকে অন্যের বা অপরের মঙ্গলের জন্য দান করতে পারে।

আমাদের জীবনে আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাসিতা, আমিত্ব, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অহংকার, হিংসা, রাগ ইত্যাদি ত্যাগ করতে আমরা জীবনে অনেক সময় কষ্ট পাই বা বিষয়গুলো ত্যাগ করা আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, কষ্টের মধ্যদিয়েই বিজয় অর্জিত হয়। আর সেই বিজয়ের আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী। সাধারণভাবে তাই বলা যায়, ঈশ্বরের সান্নিধ্য বা চিরস্থায়ী সুখ বা আনন্দরাজ্যে যেতে যে বিষয়গুলো আমাদের ত্যাগ করতে কষ্ট হয়, সেগুলোই আমাদের জন্য ক্রুশ। যেমন- আমাদের স্বার্থপরতা একটি ক্রুশ হতে পারে। কারণ বর্তমান করোনা মহামারিতেও আমরা অনেকেই আছি যারা নিজেদের আরাম-আয়েশের কথা চিন্তা করে স্বার্থপরের মতো আমার/আপনার প্রতিবেশী বা পাশের বাড়ির অভাবী ভাই-বোনের খোঁজ খবর না নিয়ে বরং ভোগ-বিলাসিতায় দিন কাটাচ্ছি কিংবা নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। আমার/আপনার এই ধরণের স্বার্থপর মনোভাব আমরা অনেক সময় ত্যাগ করতে পারিনা বা ত্যাগ করতে কষ্ট হয়। অর্থাৎ, এই স্বার্থপরতা আমাদের ক্রুশ হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়াও আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আমিত্ববোধ, অহংকার, অন্যায়, অন্যায্যতা, কামনা-বাসনা প্রভৃতি আমরা অনেকেই ত্যাগ করতে পারি না বা ছাড়তে কষ্ট হয়। কিন্তু কষ্ট হলেও যিশুর প্রকৃত শিষ্য হতে গেলে আমাকে /আপনাকে নিজেদের এই ক্রুশগুলো বহন করতে হবে। কারণ পবিত্র বাইবেলে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, "কেউ যদি আমার অনুগামী হতে চায়, তবে সে আত্মত্যাগ করুক এবং নিজের ক্রুশ নিয়ে আমায় অনুসরণ করুক" *(মথি ১৬:২৪)*। অর্থাৎ যিশুর প্রকৃত শিষ্য হওয়ার অর্থ হলো আত্মত্যাগ বা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে তাঁর অনুসারী বা অনুগামী হওয়া। আত্মত্যাগ বা নিজেকে অন্যের মঙ্গলের বা কল্যাণে দান করা সহজ কাজ নয় আবার অতি কঠিনও নয়। ঈশ্বর ও মানুষকে ভালোবাসা থেকেই আমরা তা সহজে করতে পারি। আর ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে আত্মত্যাগের মধ্যদিয়ে অর্জিত আনন্দই হলো প্রকৃত আনন্দ বা গৌরব। যা স্বয়ং যিশুই আমাদের পরিত্রাণের জন্য ক্রুশে আত্মোৎসর্গ করার মধ্যদিয়ে আত্মদান ও ভালোবাসার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। আর এজন্যই আমাদের খ্রিস্টানদের কাছে 'পবিত্র ক্রুশ' গৌরব ও আনন্দের পাশাপাশি আত্মদান ও ভালোবাসার শিক্ষাও দান করে।

'ক্রুশ' ক্ষমা ও পরিত্রাণের উৎস। স্বয়ং ঈশ্বরপুত্র যিশুখ্রিস্ট মানব জাতিকে এতই ভালোবাসলেন যেখানে শেষ পর্যন্ত তিনি আমাদের পাপের জন্য ক্রুশে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে ভালোবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ দিয়ে, মানব জাতিকে দিয়েছেন পরিত্রাণ এবং দেখিয়েছেন পরিত্রাণের পথ। এমনকি তিনি মানবজাতিকে ক্ষমা করার মধ্যদিয়ে ক্ষমার এক উত্তম আদর্শ বা দৃষ্টান্তও স্থাপন করেছেন। তিনি তাঁর প্রচারকার্য শুরু থেকে ক্রুশ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পাপে পতিত মানব জাতিকে ক্ষমা করেছেন এবং এখনও ক্ষমা করে অনুতপ্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছেন। ক্ষমাশীল বলেই তিনি ক্রুশ নামক সিংহাসন থেকে মৃত্যুপূর্ব মুহূর্তে বলেছেন "পিতা ওদের ক্ষমা কর! ওরা যে কী করছে, ওরা তা জানে না" *(লুক২৩:৩৪)*। খ্রিস্ট যেমন ক্ষমাশীল ছিলেন তেমনি তাঁর অনুসারী বলে, ক্ষমাশীল হওয়াই আমাদের বিশ্বাসের মুখ্য বৈশিষ্ট্য। তাই ক্রুশ আমাদেরকে পরম পিতার মতো ক্ষমাশীল বা ক্ষমার মানুষ হয়ে ওঠার আহ্বান করে। আমরাও যখন পরস্পরের অপরাধ ক্ষমা করব, তখন আমরা তাঁর সাথে একাত্ম হতে পারবো। পরস্পরকে ক্ষমা দিয়ে আমরাও পাবো পিতা ঈশ্বরের ক্ষমা এবং বাস করতে পারবো তাঁরই সান্নিধ্যে।

ক্রুশ আমাদের জীবনে আশা ও নব জীবনের পথ দেখায়। প্রভুযিশু ক্রুশ মৃত্যুর মধ্যদিয়ে আমাদের জীবনে এনেছেন নতুন জীবন। পবিত্র ক্রুশ আমাদেরকে জগতের মায়া-মোহ, ভোগ-বিলাসিতা থেকে মুক্ত থেকে নব-জীবনের স্বাদ গ্রহণ করার বিশেষ আহ্বান জানাচ্ছে। ক্রুশ আমাদেরকে দিয়েছে আধ্যাত্মিক মুক্তি। আর এই আধ্যাত্মিক মুক্তির মধ্যদিয়ে পেয়েছি আমরা নতুন জীবন।

'ক্রুশ' আমাদের জীবনে প্রত্যাশারও প্রতীক। আমরা অনেক সময় ভাবি বা মনে করে থাকি যে, মৃত্যুতেই আমাদের জীবন শেষ বা সমাপ্তি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্যদিয়ে আমরা মৃত্যুর পরেও পরম পিতার সাথে একাত্ম বা মিলিত হবো। সাধু পলের কথা অনুসারে, "যিশু যে পাপের ফলে মৃত হয়েছিলেন- একবার, চিরকালের মতো, তেমনি তিনি এখন জীবিতও আছেন ঈশ্বরেরই জন্য" *(রোমীয় ৬:১০)*। তাই খ্রিস্ট বিশ্বাসী হিসেবে "আমরাও পাপের দিক থেকে তাঁরই সাথে মৃত এবং জীবিতও হবো তাঁরই (যিশু) আশ্রয়ে"*(রোমীয় ৬:১১)*। অর্থাৎ আধ্যাত্মিকভাবে যিশুর ক্রুশের সাথে আমরা যেমন মৃত হয়েছি, তেমনি যিশুর পুনরুত্থানের ফলে আমরা নব-জীবন লাভ করেছি এবং স্বর্গীয় পিতার সাথে মিলিত হওয়ার যোগ্যও হয়ে ওঠেছি। স্বর্গীয় পিতার সাথে মিলিত হওয়ার একমাত্র উপায় হলো নিজের ক্রুশ বহন করে খ্রিস্টকে অনুসরণ করা এবং তাঁরই

দেখানো পথে এগিয়ে যাওয়া। কারণ জীবনের যে কোনো পরিস্থিতিতে খ্রিস্টের ক্রুশ হয়ে ওঠে আমাদের আশার আলো ও প্রত্যাশার প্রদর্শক। আমরা সাধু-সাধ্বীদের জীবন আলোকপাত করে দেখতে পাই যে, তাঁরা জীবনের যে কোনো পরিস্থিতিতে ক্রুশকে গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং নিজের জীবনের দুঃখ-কষ্টকে গভীরভাবে ধ্যান করে সে দুঃখ-কষ্টকে যিশুর ক্রুশের সাথে তুলনা করেছেন। যার ফলে তাঁদের জীবনে ক্রুশ হয়েছে শক্তি ও প্রেরণার উৎস। তাইতো তাঁরা নিজ জীবনে দেখতে পেয়েছেন ক্রুশের মহিমা বা মাহাত্ম্য।

জীবনে দুঃখ-কষ্ট বা ক্রুশ আছে বলেই আমরা মানব জাতি নিজ জীবনের দুঃখ-কষ্ট বা ক্রুশ থেকে উত্তরণ বা মুক্তি লাভের চেষ্টা করি বা মুক্তির উপায় খুঁজি। অন্যভাবে বলা যায়, জীবনে ক্রুশ আছে বলেই আশা এবং প্রত্যাশা নিয়ে আমাদের পাপ অবস্থা থেকে উত্তরণ বা মুক্তির চেষ্ট করি। আমাদের দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামে আমরা প্রত্যেকেই বিজয়ী হতে চাই। কিন্তু আমরা অনেকেই অনেক সময় নিজ জীবনের কষ্ট বা ক্রুশ দেখে এই জীবন সংগ্রামে থেমে যাই বা জীবনের ক্রুশ বহনে অনীহা দেখাই। পবিত্র ক্রুশ আমাদের অনুপ্রেরণার প্রতীক। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে সকল বাঁধা বা সমস্যার সম্মুখীন হই, তা যদি আমরা সাধু-সাধ্বীদের মতো যিশুর ক্রুশের সাথে তুলনা করি এবং জীবনে যিশুর ক্রুশকে একটু গভীরভাবে ধ্যান করি, তাহলে দেখা যাবে যে, আমাদের বাঁধা বা সমস্যাগুলো দুঃখ-কষ্টে পরিণত হওয়া অপেক্ষা বরং তা শক্তিতে পরিণত হয়ে উঠবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে করোনা মহামারি বিশ্বের সকল মানুষের জন্য ক্রুশময় হয়ে উঠেছে। আজ আমরা সকলেই করোনা নামক ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে আছি এবং তাই আমাদের সকলকে এই ক্রুশকে বহন করেই সামনের দিকে পথ চলতে হবে এবং মুক্তির পথ খুঁজতে হবে। যিশুর সেই পবিত্র ক্রুশ আমাদেরকে শক্তি ও প্রেরণা দিচ্ছেন, আমরা সকলেই যেন নিজের ক্রুশ বহন করি এবং অন্যকেও ক্রুশ বহন করতে সাহায্য করি। বাস্তবতা লক্ষ্য করে বলতে হয় যে, যেখানে সকল জ্ঞানী-গুণী বিজ্ঞানীগণ করোনা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ সেখানে এই ক্রুশ থেকে মুক্তি লাভের উপায় হলো প্রার্থনা ও আমাদের সচেতনতা। নিজ সচেতনতা এবং প্রার্থনা দ্বারাই আমরা এই করোনা নামক ক্রুশ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবো। আর তাই যিশুর পবিত্র ক্রুশ আমাদেরকে এই ক্রুশের উপর বিজয়ী হওয়ার শক্তি ও প্রেরণা দান করবেন।

যিশুর পবিত্র ক্রুশ আমাদের মানব জীবনের পরিত্রাণ এবং মুক্তির একমাত্র উৎস। ক্রুশ আমাদের গৌরব, মহিমা, আশার আলো, প্রত্যাশা ও নব-জীবনের প্রতীক এবং ভালোবাসার প্রকাশ। সত্যিকার অর্থেই আমরা যখন গভীরভাবে যিশুর ক্রুশমৃত্যুকে নিয়ে ধ্যান করি, তখন তাঁর ক্রুশের মাহাত্ম্য দেখে আমরা সত্যিই আশ্চর্য হই। আহা! এই ক্রুশের মাহাত্ম্য সত্যিই অপরূপ। এই ক্রুশ খ্রিস্টের ভালোবাসা ও ক্ষমার শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টান্ত। এই ক্রুশ থেকেই প্রবাহিত হয়েছে শাশ্বত জীবনধারা। এই ক্রুশই দেখিয়েছে পাপ থেকে মুক্তির পথ এবং দিয়েছে পরিত্রাণ। তাই এই ক্রুশ মহান, এসো এই ক্রুশের করি গুণগান। পরিশেষে ক্রুশের এই ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে তাঁর মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে গানের সুরে বলি-

"হে ক্রুশ পবিত্র, আমাদের একমাত্র মুক্তির আশা
তোমাকে আমরা নত মস্তকে প্রণাম করি"
- (গীতাবলী-৯১৩)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার-

১. প্রতিবেশী-২০২০ খ্রি:(সম্পাদকীয়, সংখ্যা: ৩৩, বর্ষ: ৮০)

২. প্রতিবেশী-২০২০খ্রি: (ক্রুশ খ্রিস্টের ভালোবাসার প্রকাশ- ফা: ফিলিপ তুষার গমেজ, সংখ্যা: ৩৩, বর্ষ: ৮০খ্রি:)॥

দশম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত শ্যামল বেঞ্জামিন গমেজ
জন্ম : ১৭ জুলাই ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ খ্রিস্টাব্দ
রাঙ্গামাটিয়া (বগীর বাড়ী)
রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী

"আজো মনে হয় ভাই তুমি আছো আমাদেরই মাঝে
আমরা দেখি তোমায় সকল কাজে
জানিনা কেন তুমি এতো আগে চলে গেলে
আমাদের কথা কি একটুও মনে হয়না ?
চলে গেলে তোমার একমাত্র সন্তান ঐশ্বয্, স্ত্রী
ও ভাই-বোন এখানে ফেলে।"

আবার সেই দিনটা ফিরে এসেছে। ৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ খ্রিস্টাব্দ, তুমি আমাদের মায়ার বাঁধন কেটে চলে গেলে না ফেরার দেশে। কিভাবে যে দেখতে দেখতে একদশক কেটে গেল তা বুঝতে পারিনি। মনে হয় তুমি আছো আমাদের মাঝে। এই দিনটির কথা মনে পরলে আমাদের সবার চোখের অশ্রু ধরে রাখতে পারিনা। তোমাকে যেন আমরা কখনো ভুলতে পারিনি এবং পারবো না। মনে বড় কষ্ট হয়। এইদিন আমাদের সবাইকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে তুমি চলে গেলে। এই বিদায় দিনটি আজো আমরা মনের কষ্ট নিয়ে তোমাকে হৃদয় ভরে স্মরণ করি। প্রতি মুহূর্তে ভেসে আসে তোমার সেই চির চেনামুখটি। মনে হয়না তুমি আমাদের মাঝে নেই। আমরা ভুলিনি তোমাকে, ভুলতে পারবো না কোন দিন। ভাই, তুমি স্বর্গ থেকে তোমার প্রিয় সন্তানটিকে আশীর্বাদ করো, সে যেন তোমার আশীর্বাদে ভালো হতে পারে। ভাই তোমার সকল শূন্যতা আজ উপলব্ধি করি।

প্রার্থনা করি, ঈশ্বর তোমার আত্মার অনন্ত শান্তি দান করুন।

শোকার্ত পরিবারবর্গ
স্ত্রী : রত্না গমেজ
ছেলে : ঐশ্বয্ হেবেন গমেজ
ও পরিবারবর্গ

বিজ্ঞ/২৪০/২১

শোকার্তা জননীকে নিয়ে অনুধ্যান

ব্রাদার সিলভেষ্টার মৃধা সিএসসি

ঈশ্বরের মহাপরিকল্পনায় এবং অভিপ্রায়ে অনেকের মধ্য হতে মারীয়াকে মুক্তিদাতার জননী হবার জন্য মনোনীত, মহা গৌরবের ও অনন্য একটি ঘটনা। কিন্তু মারীয়ার জীবন দুঃখ-কষ্টের মধ্যদিয়ে অতিবাহিত হবে এমন ইঙ্গিত শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মারীয়ার সন্তান যিশু দুঃখ কষ্টের মধ্যদিয়ে তাঁর মুক্তি পরিকল্পনা এগিয়ে নেবেন। যিশুর মা এই দুঃখ-কষ্টের পূর্ণ অংশী হবেন। যিশু যেমন মানুষের মুক্তির জন্য এই দুঃখের পেয়ালার শেষ ফোঁটা পর্যন্ত পান করবেন তেমনি মারীয়া যিশুর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত আত্মদান করতে প্রস্তুত থাকবেন। মারীয়ার জীবনের সব দুঃখ-কষ্টের সহভাগী হতে আমরা বিশ্বাসীবর্গও আহুত ও মনোনীত। শোকার্ত মাতার অবস্থার বিষয়টি অনুধ্যান করে সহমর্মীতার প্রকাশ ঘটাতে আমাদের সকলের প্রয়াস থাকবে।

১ম শোক : সাধু শিমিয়োনের ভবিষ্যদ্বাণী : "এই যে শিশু, এ একদিন হবে ইস্রায়েল জাতির মধ্যে অনেকেরই পতনের কারণ, আবার অনেকেরই উত্থানেরও কারণ। এ হয়ে উঠবে অস্বীকৃত এক ঐশ নিদর্শন, যার ফলে অনেকেরই গোপন চিন্তা প্রকাশিত হয়ে পড়বে। ...আর তোমার নিজের প্রাণও একদিন যেন এক খড়্গের আঘাতে বিদীর্ণ হবে।" *(লুক ২ : ৩৪-৩৫)*

অনুধ্যান : সন্তান দ্বারা যদি মায়ের হৃদয় বিদীর্ণ হয় এবং কষ্টের-দুঃখের কারণ হয়, তা সহ্য করার মত সাহস, ক্ষমতা, ধৈর্য না থাকে তাহলে সেটি অস্বাভাবিক। মারীয়া সব কিছু মনে ধারণ করার মত ঐশ্বরিক শক্তি ও অনুগ্রহ লাভ করতে পেরেছেন বলেই মুক্তিদাতার জননী হিসেবে মুক্তিদাতাকে মানুষ যত আঘাত হানবে, সেই আঘাত তাঁর জননীর বুকেও বাজবে। কারণ প্রভু পরমেশ্বরের মহিমা ও গৌরব এ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে নিহিত আছে। অপর দুটি কারণ মারীয়াকে ঘিরে রয়েছে। প্রথমত: তিনি মানুষের মধ্যে যিশুর কেন্দ্রীয় ভূমিকার পূর্বাভাষ দেন। দ্বিতীয়টি যিশুর মা এই দুঃখ কষ্টের পূর্ণ অংশী হবেন। পিতা-ঈশ্বরের মত মারীয়াও যিশুকে সম্পূর্ণ ভাবে আমাদের জন্য দান করেন।

২য় শোক : মিশর দেশে পলায়ন : 'ওঠ শিশুটি ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে মিশর দেশে পালিয়ে যাও তুমি, আর আমি কিছু না

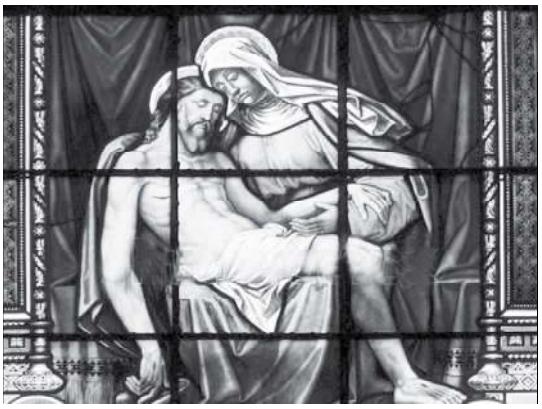

বলা পর্যন্ত সেখানেই থাক। কারণ হেরোদ শিশুটিকে মেরে ফেলবার জন্যে শীঘ্রই তাঁর খোঁজ করতে শুরু করবে।' *(মথি ২:১৩)*

অনুধ্যান : স্বর্গদূতের ঘোষণা অনুযায়ী যোসেফ-মারীয়া ও তাঁদের শিশুটিকে নিয়ে মিশর দেশে পলায়ন করেছেন। শুধু মাত্র শিশু যিশুকে রক্ষা করার জন্যই নয়, ঈশ্বরের পরিকল্পনায় মারীয়াই সম্মত হয়েছেন প্রেরণ কর্মী হতে যাতে ঈশ্বরের গৌরব ও ভবিষ্যৎ চিন্তার সঠিক বাস্তবায়ন হয়। অপর দিকে যোসেফ ও মারীয়া সমাজের বিধ্বংস ও উদ্ভূত সমস্ত উত্তরণের জন্য দূতের নির্দেশনা অবশ্য পালনীয়, কেননা মিশর দেশ হতে পবিত্র পরিবার নিরাপদে ফিরে না আসলে পরে দাস থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে নতুন মোশীরূপে যিশুকে নাজারেথে ফিরে আসতে হয়েছে। মনোনীত জাতিকে মোশী মিশরের দাসত্ব থেকে যেমন মুক্তি দিয়েছিলেন। আর যিশুকে মানব জাতিকে পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে ক্রুশীয় মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে।

৩য় শোক : যিশুকে হারানো : নিস্তার পর্ব পালনে প্রতি বছর মা-বাবার সঙ্গে যিশু যেতেন। তবে ১২/১৩ বছরের পূর্বে পুরুষ সন্তান নিস্তার পর্বে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ নাই। তাই যিশুর বার বছর পূর্ণ হলে যিশু তাদের সঙ্গে জেরুসালেমে যান। পর্ব শেষে পিতা-মাতা, যিশু পরিচিত ও আত্মীয়দের মধ্যে আছে মনে করে তারা দুদিনের পথ অতিক্রম করেন। কিন্তু যিশুকে তাদের সঙ্গে দেখতে না পেয়ে, তাঁরা তিনদিন পরে মন্দিরেই তাকে খুঁজে পেলেন। *(লুক ২ঃ ৪৪-৪৬)* যিশুকে মন্দিরে হারিয়ে মা হিসেবে মারীয়া কতই না উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু পিতার গৃহে আমাকে থাকতে হবে এখানে আমার অনেক কাজ। কথাটি মারীয়ার কাছে জটিল বলে মনে হয়েছে। কারণ মারীয়া তখন পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পারেন নাই যিশুর মুখে উচ্চারিত পিতা সম্বন্ধে। যিশুর এই রহস্যময় পরিচয় পালক পিতা ও মায়ের কাছে তখনো সত্যিই দুজ্ঞেয়।

অনুধ্যান : আমাদের জীবনে যিশুর মতো হারিয়ে যাওয়ার উদাহরণ কম বেশী থাকতে পারে। তবে যিশু মন্দিরে প্রবীনদের সাথে ধর্ম বিষয়ে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরে বাক্‌পটু এবং তিনি পিতার গৃহে থাকবেন এমন চিন্তা বোধ হয় আমাদের বোধগম্য নয় । যিশু এখন সচেতন যে তাঁর জীবন পিতা ঈশ্বরের কাছে পূর্ণভাবে নিবেদিত। তিনি নিজে এই আহ্বান সানন্দে গ্রহণ করেন *(লুক ঃ ২ : ৪৯)*। এবং পিতা ঈশ্বরের হাতে আত্মদান করতে তাঁর মা-বাবাকে তৈরী করে। তাঁর মা-বাবার ধার্মিকতার উজ্জ্বল আদর্শ সব সময় তাঁর চোখের সামনে ছিল। *(লুক ২ : ৪১)* তাঁরাই তাকে মন্দিরে নিয়ে যান। তাদের জীবনও ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত জীবন ছিল। তবুও যিশু একক ভাবে ঈশ্বরের নিবেদিত ব্যক্তি। একথা যিশু এই বয়সেই বুঝতে পারেন। যিশুর মা-বাবা যখন একথা বুঝতে পারেন তখন তাঁরা তাদের সন্তানের উপর নতুনভাবে ঈশ্বরের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং তাদের সন্তানকে নতুনভাবে উৎসর্গ করেন।

৪র্থ শোক : যিশুর ক্রুশবহন দর্শন : সেই সময় বহু লোক ভিড় করে যিশুর পিছনে পিছনে চলতে লাগল। তাদের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোকও ছিল। তারা তখন মনের দুঃখে বুক চাপড়াচ্ছিল, যিশুর জন্যে হায় হায় করছিল। *(লুক ২৩ :২৭)*

অনুধ্যান : যিশুর অনুগামী হবার কথা স্মরণ করার জন্য আমরা "ক্রুশের পথ" অনুষ্ঠানটি পালন করে থাকি। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, যিশুর দৈহিক দুঃখ-কষ্টের কথা স্মরণ করে আমরা গভীর ভাবে মর্মাহত হই এবং এ অনুষ্ঠানের ভুল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেই। এই প্রসঙ্গে যিশুর ক্রুশের যাত্রা পথে কয়েক জন মহিলার কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য তারা যিশুকে দেখে "বুক চাপড়ে কাঁদছিল"। আর যিশু তাদের দিকে ফিরে বললেন, "আমার জন্য কেঁদো না" *(লুক ২৩ :২৮)*। এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যিশু চান না যে, আমরা তাঁর দৈহিক কষ্টের প্রতি আমাদের মন ও দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। তিনি চান-তাঁর দৃষ্টান্ত দেখে আমরা যেন তাঁকে অনুসরণ করে নতুন মানুষ হয়ে উঠি। যিশুর ক্রুশ, ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি আমাদের সেবাপূর্ণ আত্মদানের পথ নির্দেশ করে। "ক্রুশের পথ" অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা মানুষের প্রতি নম্র সেবার পথ গ্রহণ করি এবং যিশুর সঙ্গে সেই পথ চলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। একমাত্র এই উদ্দেশ্য দ্বারাই যিশুর ক্রুশের পথ আমাদের জন্য অর্থপূর্ণ ও সার্থক মুক্তির পথ হবে।

৫ম শোক : যিশুর মৃত্যু যন্ত্রণা দর্শন : এদিকে যিশুর মা, তাঁর মায়ের বোন, ক্লোপাসের স্ত্রী মারীয়া এবং মাগদালার মারীয়া তখন ক্রুশের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মাকে এবং তাঁর পাশে সেই যে শিষ্য, যাকে তিনি বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন, তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে যিশু মাকে বললেন "মা, এই দেখ, তোমার ছেলে।" তারপর তিনি শিষ্যটিকে বললেন: "ওই দেখ, তোমার মা।" সেই সময় থেকে শিষ্যটি তাঁকে নিজের ঘরে আশ্রয় দিয়েছিল। *(যোহন ১৯ : ২৫-২৭)*

অনুধ্যান : যিশু এই ভাবে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় শিষ্যের হাতে মায়ের ভার তুলে দিয়েছিলেন। এর গভীর অর্থ আছে : যোহন এখানে সমস্ত খ্রিস্টবিশ্বাসীর প্রতীক। আর আধ্যাত্মিক অর্থে মারীয়া হচ্ছেন আমাদের সকলেরই জননী। ক্রুশের কাছে ব্যক্তিদ্বয় যিশুর অক্ষুন্ন জমা স্বরূপ খ্রিস্টমণ্ডলীর সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। যিশুর মা প্রিয় শিষ্যের এবং সকল শিষ্যদের মা। এই মর্মেই বলতে পারি যে, আপন পুত্রের ক্রুশের কাছে দাঁড়িয়ে যিশুর মা মণ্ডলীর মা হলেন। অপর পক্ষে প্রিয় শিষ্য যিশুর সকল শিষ্যের প্রতীক। প্রতিটি খ্রিস্টমণ্ডলী ভক্তদের প্রতীক। মরণের পূর্বে যিশুর শেষ কার্য হল খ্রিস্টমণ্ডলীকে প্রতিষ্ঠা করা, আপন মা এবং প্রিয় শিষ্যের উপর মণ্ডলীকে স্থাপন করা।

৬ষ্ঠ শোক : যিশুর মৃতদেহ কোলে লওয়া: তখন সন্ধ্যা নামছে। সেদিন পর্বের প্রস্তুতি দিবস, অর্থাৎ বিশ্রামবারের আগের দিন। তাই এগিয়ে এলেন আরিমাথেয়া নগরের সেই যোসেফ। তিনি ছিলেন মহাসভার একজন গণ্যমান্য সদস্য। কবে ঐশরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হবে, তিনিও তারই প্রতীক্ষায় ছিলেন। সাহস করে গিয়ে পিলাতের সঙ্গে দেখা করে তিনি যিশুর দেহটি চাইলেন। যিশু যে এরই মধ্যে মারা গেছেন, তাতে পিলাত আশ্চর্য হলেন। শতানীককে ডেকে, বেশ কিছুক্ষণ আগেই যিশু মারা গেছেন কিনা; তিনি তা জেনে নিলেন। শতানীকের থেকে সব শুনে নিয়ে তিনি যোসেফকে যিশুর মৃত দেহটি নিয়ে যেতে দিলেন। *(মার্ক ১৫:৪২-৪৫)*

অনুধ্যান ঃ যিশুর বারোজন শিষ্যেরা পালিয়ে যান। তাদের পরিবর্তে কয়েকজন স্ত্রীলোক প্রথম থেকে যিশুর সাথে থাকেন *(মার্ক ১৫:৪১)*। তারা যিশুর মৃত্যু ও কবর দেওয়ার প্রত্যক্ষ দর্শী ছিল। যিশু সমস্ত মানুষের মৃত্যুবরণ করলেন ও কবর হলেন। যিশু মানুষের দুঃখময় অবস্থা পূর্ণভাবে গ্রহণ করে শেষ পর্যন্ত এই পথে গেলেন যেন মৃত্যু ও কবরের ভয় থেকে মানুষকে মুক্ত করতে পারেন। মারীয়া নিজ পুত্রের মৃত্যু ঈশ্বরের ভালবাসার প্রমাণ এবং তাঁর জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনারই সামিল। ঈশ্বরের কার্যাবলী ও ভালবাসা মানুষের চিন্তা-ভাবনার উর্ধ্বে। আমাদের জীবনেও ঈশ্বরের ভালবাসা পরিমাপ করা দুষ্কর। প্রতিদিনকার জীবনে তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসায় বেঁচে থাকছি তার জন্য প্রভুর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নেই।

৭ম শোক : যিশুর সমাধি দর্শন : যিশুর দেহটি নিয়ে ইহুদীদের সমাধি প্রথা অনুসারে তাঁরা ওই গন্ধদ্রব্য-মাখানোর ক্ষোম কাপড়ের ফালি দিয়ে দেহটি জড়িয়ে নিলেন। যে জায়গায় যিশুকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, সেখানে ছিল একটি বাগান আর বাগানের মধ্যে একটি নতুন সমাধিগুহা, যেখানে এর আগে কাউকে কখনো রাখা হয়নি। সেদিন ইহুদীদের পর্বের প্রস্তুতি দিবস ছিল বলে এবং ওই সমাধিগুহাটি কাছে ছিল বলে তাঁরা যিশুকে সেখানেই শায়িত করলেন। *(যোহন ১৯:৪০-৪২)*

অনুধ্যান : যিশু-মারীয়ার প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা সফল বাস্তবায়ন তাদের বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতার ফসল হিসেবে মাতা মণ্ডলীতে মাতা-পুত্রের ত্যাগ, সহনশীলতা, ধৈর্য আমাদের জন্য বড় আদর্শের, শিক্ষার এবং অনুকরণের। হিব্রুদের কাছে ধর্মপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা যা কিছু প্রাপ্ত বা আশা রাখি, ঈশ্বর বিশ্বাস হল সেই সব কিছুর এক ধরণের অগ্রিম প্রাপ্তি; বাস্তব যা কিছু আমরা চোখে দেখতে পাই না, ঈশ্বর বিশ্বাস হল তার সম্বন্ধে এক ধরণের প্রামাণিক জ্ঞান *(হিব্রু ১১:১)*। সাম রচয়িতা স্মরণ করিয়ে দেন যে, মৃতদের মাঝেই আমার প্রাণ, আমি সমাধি শায়িত তেমন নিহত লোকদেরই মত, যাদের আর কোন স্মরণ নেই তোমার, তোমার হাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে যারা। *(সাম ৮৮:৬)*

সপ্ত শোকের স্মরণীয় শিক্ষা : মারীয়ার জীবনে দুঃখ-কষ্টের নীরবতা আমাদের জন্য বড় ধরণের শিক্ষা । জেরুসালেম মন্দির, ক্রুশের পথের যাত্রা, নিজ ক্রোড়ে মৃত যিশুকে স্থাপন, যিশুর কবর দর্শন এসব ঈশ্বরের অভিপ্রায়েই হয়েছে। ভাববাদী এজেকিয়েল স্মরণ করিয়ে দেন: কিংবা, আমি যদি সেই দেশের বিরুদ্ধে খড়গ এনে বলি: "দেশের সর্বস্থানেই খড়গ এগিয়ে যাক। এবং সেখানকার মানুষ ও পশুকে উচ্ছেদ করি, সেই দেশে সেই তিনজন থাকলেও, আমার জীবনের দিব্যি-প্রভুর উক্তি-তারাও ছেলে বা মেয়েকে উদ্ধার করতে পারবে না, কেবল নিজেরাই উদ্ধার পাবে। *(এজেকিয়েল ১৪:১৭-১৮)*

সর্বশেষ দৃষ্টান্ত : তোমরা তাদের আচার ব্যবহার ও কাজকর্ম দেখলে তারা তোমাদের সান্ত্বনা দেবে; এবং তখন তোমরা জানবে যে, আমি তার মধ্যে যা কিছু ঘটিয়েছি, তার কিছুই অকারণে ঘটাইনি-প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। *(এজেকিয়েল ১৪:২৩)*॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

- উল্লেখিত চারটি সুসমাচারের অধ্যায় ও পদের ব্যাখ্যা-ফাদার জি.অরলান্দ
- The Seven sorrows of Mary A Meditative Guide – By Joel Giallanza CSC

কুমারী মারীয়ার জীবনের সপ্তশোক

দিব্য যোহন গমেজ

মানব মুক্তি পরিকল্পনায় মা-মারীয়ার রয়েছে এক অনন্য ভূমিকা। কুমারী মারীয়া স্বর্গদূতের সম্ভাষণে "আমি প্রভুর দাসী! আপনি যা বলেছেন, আমার তাই হোক!" *(লুক ১:৩৮)* বলার মধ্যদিয়ে মানব পরিত্রাতাকে এই পৃথিবীতে নিয়ে এসেছেন। অর্থাৎ ঈশ্বরের মানব মুক্তি পরিকল্পনার সূচনা কুমারী মারীয়ার মধ্যদিয়েই। যিশুর জন্মদাত্রী এই মা-ই ছিলেন যিশুর কর্মসঙ্গিনী। "মাকে এবং মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সেই শিষ্যকে দেখে যাকে তিনি বিশেষ স্নেহের চোখে দেখেতেন, যিশু মাকে বললেন, "মা, ঐ দেখ তোমার ছেলে!" তারপর তিনি শিষ্যটিকে বললেন, "ঐ দেখ তোমার মা!" *(যোহন ১৯: ২৬-২৭)*। আর এইভাবেই কুমারী মারীয়া হলেন আমাদেরও মা। অর্থাৎ বিশ্বজনীন মণ্ডলীর মা–মারীয়া।

মারীয়ার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনার্থে কাথলিক মণ্ডলীতে মা মারীয়ার বিভিন্ন পর্ব ও স্মরণ দিবস পালন করা হয়ে থাকে। তন্মধ্যে স্থানীয় ও বিশ্বজনীনভাবে ধন্যা কুমারী মারীয়ার ছয়'শ এর বেশি পর্ব পালন করা হয়ে থাকে। যার মধ্যে ১৮টি পর্ব বিশ্বমণ্ডলীতে পালন করা হয়। কুমারী মারীয়া সপ্তশোকের পর্ব তার মধ্যে একটি। কুমারী মারীয়ার সপ্তশোক যেহেতু যিশুর কষ্টের সাথে সম্পর্কিত তাই ১৪ সেপ্টেম্বর পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব পরবর্তী দিন ১৫ সেপ্টেম্বর সপ্তশোকের জননীর পর্ব দিন পালিত হয়ে থাকে।

আমরা জানি যে মারীয়ার সপ্তশোকের মালায় রয়েছে সাতটি ধাপ। নিম্নে এই সাতটি ঘটনা আলোচনা করা হলো:

(১) সাধু সিমিয়োনের ভবিষ্যৎ বাণী :

সাধু সিমিয়োনই প্রথম মা-মারীয়ার শোকের ইঙ্গিত করেন। যিশুর জন্মের চল্লিশ দিন পর মারীয়া ও যোসেফ যিশুকে জেরুসালেম মন্দিরে নিয়ে আসেন মোশীর বিধান অনুসারে উৎসর্গ করতে মন্দিরে মসীহের অপেক্ষারত দুইজন সিমেয়োন ও আন্না এই শিশুটিকে 'অভিষিক্তজন' বলে চিনতে পারেন। তখন সিমেয়োন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলে উঠেন, "ঈশ্বর যে ত্রাণশক্তি তুলে ধরেছেন তিনি নিজের চোখে তা দেখেছেন"। শেষে তিনি মারীয়াকে বলেন "এই যে শিশু , এ একদিন হবে অস্বীকৃত এক ঐশ নিদর্শন.. আর তোমার নিজের প্রাণও একদিন যেন এক খড়্গের আঘাতে বিদীর্ণ হবে "*(লুক ২: ২২-৩৫)*। যা ছিল তাঁর সপ্তশোকের প্রথম শোক।

(২) মিশর দেশে পলায়ন:

যিশুর জন্ম হয় রাজা হেরোদের আমলে। তখন প্রাচ্যদেশের তিনজন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত তারা দেখে জেরুসালেমে এলেন ইহুদিরাজ খ্রিস্টকে প্রণাম জানাতে। কিন্তু জোতির্বিদ পণ্ডিতেরা এসেই জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ইহুদিদের যে রাজা জন্মেছেন, তিনি কোথায়? কারণ আমরা তাঁরই তারাটি উদিত হতে দেখেছি এবং আমরা এসেছি তাঁর চরণে প্রণাম জানাতে *(মথি ২:২)*"। রাজা হেরোদ তা শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে এবং জেরুসালেমের সমস্ত লোকেরাও বিচলিত হয়ে পড়ল *(মথি ২: ২-৩)*। ফলশ্রুতিতে রাজা হেরোদ জানার চেষ্টা করেন ঠিক কোন সময়ে তারাটি দেখা দিয়েছিল। তিনি পণ্ডিতদের বেথলেহেমে পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন যেন তারা প্রণাম জানানোর পর তাঁকে জানানো হয় ঠিক কোন স্থানে শিশুটি জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু জ্যোর্তিবিদ পণ্ডিতেরা নবজাত খ্রিস্টের খোঁজ পেয়ে তাঁকে দর্শন করেন এবং তাদের রত্ন পেটিকা খুলে উপহার প্রদান করেন এবং অন্য পথ ধরে নিজেদের দেশে চলে যান। এদিকে পণ্ডিতগণ চলে যাওয়ার পর প্রভুর দূত যোসেফকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন "ওঠ, শিশুটি ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে মিশর দেশে পালিয়ে যাও তুমি। আর আমি কিছু না বলা পর্যন্ত সেখানেই থাক। কারণ হেরোদ শিশুটিকে মেরে ফেলাবার জন্য শীঘ্রই তাঁর খোঁজ করতে শুরু করবে *(মথি ২: ১৩-১৪)*। কিন্তু রাজা হেরোদ পণ্ডিতগণের চালাকি বুঝতে পেরে ঠিক ঐ সময় থেকে হিসাব করে বেথলেহেম সহ এর আশেপাশে দু'বছরের কম যত শিশু আছে তাদের হত্যার নির্দেশ দেন। এইভাবে কুমারী মারীয়ার সপ্তশোকের এটি, দ্বিতীয় শোক।

(৩) যিশুকে হারানো:

কুমারী মারীয়া ও সাধু যোসেফ প্রতি বছর নিস্তার পর্বে যোগ দিতে জেরুসালেমে যেতেন। প্রতিবারের মতো যিশুর বয়স যখন বারো বছর তখন তাঁরা পর্বীয় প্রথা অনুসারে জেরুসালেমে এলেন। নিস্তার পর্ব শেষে ফেরার পথে যোসেফ ও মারীয়া উপলব্ধি করলেন যিশু তাদের আত্মীয়দের সঙ্গে নেই। সন্তান হারা পিতা মাতাগণ যেমন উদ্বিগ্ন হন ঠিক তেমনি মারীয়া ও যোসেফ উদ্বিগ্ন হয়ে তিন দিনের পথ পাড়ি দিয়ে ফিরে আসেন জেরুসালেমে। এসে দেখেন বালক যিশু মন্দিরে শাস্ত্রগুরুদের মধ্যে বসে তাদের কথা শুনছেন ও নানা প্রশ্ন করছিলেন। তখন মারীয়া ও যোসেফ শুনতে পান তাঁর 'পরম পিতার গৃহের' কথা। আর মঙ্গলসমাচার রচয়িতারা এই বিষয়ে মারীয়ার অনুভূতি ব্যাখ্যায় বলেন যে, "তাঁর মা এই সমস্ত কথা নিজের অন্তরে গেঁথে রাখতেন *(লুক ২:৫১)*।

(৪) যিশুর ক্রুশবহন দর্শন:

"পিলাত তাদের বললেন, তবে এই যে যিশু, যাকে খ্রিস্ট বলা হয়, একে নিয়ে আমি এখন কী করব"? সকলে বলল ওকে ক্রুশে দেওয়া হোক"*(মথি ২৭:২২)*। এই ভাবেই পিলাতের দরবারে যিশুকে দণ্ডিত করা হলো ক্রুশীয় মৃত্যুতে। আর সেখানে মুক্তি পেল বারাব্বাস। দণ্ডিত যিশুর কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হলো অতি ভারী বৃহৎ এক ক্রুশ। সৈন্যদের অকথ্য নির্যাতনে ক্ষতবিক্ষত হলেন যিশু কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না। নীরবে সবই সহ্য করলেন। প্রিয় পুত্রের এই নির্মম অবস্থায় কুমারী মারীয়ার সঙ্গে যিশুর সাক্ষাৎ ছিল এক মর্মান্তিক এবং বেদনাতুর মুহূর্ত। জগতের যে কোনো মায়ের জন্যই এ এক গভীর দুঃখ- শোকের ঘটনা যখন নিজের চোখের সামনে পুত্রের এই অসহনীয় যন্ত্রণা। এই করুণ দৃশ্য মা-মারীয়ার হৃদয়কে করেছে ক্ষতবিক্ষত। রক্ত ঝরিয়েছে মারীয়ার হৃদয়ে এই করুণ দৃশ্য। এ হলো মারীয়ার জীবনের গভীর শোকের চতুর্থ ঘটনা।

(৫) যিশুর মৃত্যু যন্ত্রণা দর্শন:

নতুন নিয়মের চারটি মঙ্গলসমাচারেই যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যুর কাহিনি বর্ণিত আছে। কিন্তু মঙ্গলসমাচার রচয়িতা সাধু যোহনের মঙ্গল সমাচারেই উল্লেখ আছে যে "যিশুর মা তাঁর মায়ের বোন, ক্লোপাসের স্ত্রী মারীয়া এবং মাগদালার মারীয়া" যিশুর ক্রুশের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। জগতের মধ্যে এই হলো সবচেয়ে মর্মান্তিক দৃশ্য যেখানে একজন মা দাঁড়িয়ে নিজের প্রিয় পুত্রের ক্রুশীয় মৃত্যুযন্ত্রণা দেখছেন। সৈন্যরা যিশুর মৃত্যু নিশ্চিত করতে বর্শা দ্বারা যিশুর হৃদয় বিদ্ধ করেছিলেন ঠিক তদ্রুপ যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যু যন্ত্রণা দর্শন মারীয়ার হৃদয়কেও বিদ্ধ করেছে।

(৬) যিশুর মৃতদেহ মায়ের ক্রোড়ে স্থাপন:

যিশুর মৃত্যুর পর আরিমাথিয়া নগরের যোসেফ ও নিকোদেম যিশুর দেহটি সমাধি দানের জন্য সাহস করে পিলাতের নিকট আবেদন করেছিলেন এবং পিলাত তখন অনুমতি দিলেন।। ক্রুশ হতে যিশুর দেহ নামানোর পর শোকার্তা মারীয়া প্রিয় পুত্রের দেহ ক্রোড়ে তুলে নিলেন এবং আলিঙ্গন করলেন। প্রাণ প্রিয় পুত্রের মৃত্যুতে জননী মারীয়া গভীর শোকে আচ্ছন্ন হলেন।।

(৭) যিশুকে সমাধিদান:

একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে গভীর দুঃখে নিমগ্ন জননী মারীয়ার কোল হইতে প্রিয় পুত্রের দেহ নিয়ে সমাধি দিলেন আরিমাথিয়া নগরের যোসেফ ও নিকোদেম এবং বড় একখানা পাথর দ্বারা সমাধির মুখ বন্ধ করলেন। ঠিক তদ্রুপ বড় একখানা পাথর বুকে চাপা দিলে যেরূপ কষ্ট অনুভূত হয় সেইরুপ কষ্ট অনুভূত হয়েছে মারীয়ার হৃদয়ে। এই হলো মা-মারীয়ার সপ্তম শোক।

মা-মারীয়ার সপ্তশোক গভীরভাবে ধ্যান করলে আমরা বুঝতে পারি যে মারীয়ার সপ্তশোকের মধ্যমে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশিত হয়েছে। কেননা মারীয়া যে কোন পরিস্থিতিতে দুঃখ-শোক সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে গ্রহণ করেছেন এবং সহ্য করার মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাই আমাদেরও উচিত দুঃখ শোকে বিচলিত না হয়ে ঈশ্বরের ওপর আস্থা রাখা। সেই আস্থা রাখতে আমাদের সহায়তা করবে মা-মরীয়ার সপ্তশোকের মালা জপের মাধ্যমে। তাই আসুন আমরা জপ করি মারীয়ার সপ্তশোকের মালা যেন আমাদের জীবনের দুঃখ শোকে মা-মারীয়াকে আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদের সান্তনা দান করেন ও প্রতিকূলতা থেকে উদ্ধার করেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

(১) পবিত্র মঙ্গলবার্তা

(২) ভক্তিপুষ্প

(৩) সাপ্তাহিক প্রতিবেশী (সংখ্যা ৩৪, ৯-১৫ সেপ্টেম্বর ২০১২ খ্রিস্টাব্দ)

সপ্তশোকের মাতা মারীয়া, ফাদার যোহন মিন্টু রায়॥ ৯০

জীবন যুদ্ধ

সম্পা গ্লোরিয়া কোড়াইয়া

জীবন যুদ্ধে হারবো না আমি
চলবো শক্ত পায়,
তোমার হাতে হাত রেখে আমি
শপথ করলাম তাই।

জীবন পথের বন্ধুতুমি
যুদ্ধে আমার সাহস,
মন ভরিয়ে রাখলে আমায়
সারাটা জীবন ভর।

জীবন যুদ্ধে হারবো না আমি
রাখবো বুকে বল,
সঙ্গী হয়ে পাশে থেকো
এটাই আমার মনোবল।

জীবন যুদ্ধে হারবো না আমি
হারবে আমার ভয়,
ভয়কে আমি করবো জয়
গড়বো জীবন যুদ্ধময়।

তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী

ইউজিন শ্যামল গমেজ (গ্যাসপার)
জন্ম: ২৭ আক্টোবর ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

শ্যামল গ্যাসপার স্মরণে অর্ক, ঋত্বিকের প্রশ্ন

- পূর্ণিমা গমেজ

ঐ যে রাতে দূর আকাশের গাঁয়
দাদু, তারা হয়ে মিটি মিটি হাসে
আমাদের কী দেখতে পায়?
আজ দাদুর জন্মদিন, যিশুর সাথে
কি চকলেট কেক কেটে খায়?
আর রক্ষক দূতেরা কী
আমাদের মত নাচ করে, গান গায়?
দাদু অভিমান করে চলে
গেলে কেন?
আমার কি ভুল হয়েছে বলো?
তিন শর্ত করছি
দুষ্টুমি আর করব না, চকলেট
চিপস্ আর চাবোনা
শুধু তোমাকেই চাই।।

তিনি ছিলেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সমাজ সেবক, দেশপ্রেমিক, শিক্ষানুরাগী, নাট্যকার ও লেখক, ধর্মানুরাগী ও ভালবাসার মানুষ।
দেখতে দেখতে তিনটি বছর পেরিয়ে গেল, আজও মনে হয় তুমি আছো আমাদের মাঝে। তোমার কাজের মধ্যে তোমাকে খুঁজে পাই, তোমার পরিবারের মাঝে। তাই বিশ্বাস করি, তুমি ছিলে তুমি আছ তুমি থাকবে। তুমি স্বর্গ থেকে তোমার পরিবারকে আশীর্বাদ কর, তারা যেন তোমার মত আদর্শ ও প্রার্থনাপূর্ণ উদার মনের মানুষ হতে পারে।
পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাকে অনন্ত শান্তি দান করেন।

প্রয়াত ইউজিন শ্যামল গমেজ এর শোকার্ত পরিবার

স্ত্রী : পূর্ণিমা গমেজ
ছেলে : অভিষেক গমেজ **ছেলে বউ :** চৈতি গমেজ
মেয়ে : সেবা ডি' কস্তা **মেয়ে জামাই :** জুয়েল ডি' কস্তা
নাতি: অর্ক ডি' কস্তা ও ঋত্বিক গমেজ
নাতিন : অর্পা ডি' কস্তা ও রোজ গমেজ
দিদি : সিস্টার পলিন গমেজ সিএসসি

বিজ্ঞ/২৩৮/২১

হারিয়ে গেলেন সুরের যাদুকর ফাদার লেনার্ড রোজারিও

সাগর কোড়াইয়া

ফাদার লেনার্ড রোজারিও'র সাথে তেমন একটা পরিচয় ছিলো না। তবে তার সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়েছে বেশ কয়েকবার। কথা হয়েছে; একসাথে খাওয়া-দাওয়াও করেছি। ফাদার লেনার্ডকে প্রথম দেখি রমনা সেমিনারীতে থাকাকালীন। তখন তিনি সম্ভবত মাউসাইদ ধর্মপল্লীতে কর্মরত ছিলেন। একদিন সেমিনারীতে মঙ্গলবারে সন্ধ্যাকালীন খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করতে এসেছিলেন। শ্মশ্রুমণ্ডিত চেহারার মধ্যে সাধু পুরুষ ভাব রয়েছে। পাঞ্জাবী পরিহিত অবস্থায় দেখেছিলাম। রবি ঠাকুরের সাথে তুলনা করা অত্যুক্তি হবে তবু বলি দেখতে রবীন্দ্রনাথের মতো মনে হতো কেন জানি। সাদা দাঁড়ির ফাঁক দিয়ে মুচকি হাসি সব সময় লেগেই থাকতো। ফাদার লেনার্ডের কথা বলার ধরণ দেখে ভেবেছিলাম কলকাতার ফাদার হবে হয়তো! পরে অবশ্য সে ভুল ভাঙ্গে। তিনি তো আমাদের দেশীয় ফাদারই। ফাদার লেনার্ডের স্পষ্ট বাংলা উচ্চারণ সত্যি শিক্ষণীয়। সে সময় জানা ছিলো না ফাদার বাংলা খ্রিস্টীয় সঙ্গীতে একজন দক্ষ সঙ্গীতানুরাগী। ফাদারের রচিত অসংখ্য গান ও গানের সুরারোপ সত্যিই মনোমুগ্ধকর। নিঃসন্দেহে বলা যায়, ফাদার লেনার্ড তার গান ও সুরের সংযোজনের মধ্যে আলাদা একটা আধ্যাত্মিক ভাব ও গতি সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। বাংলা ভাষাভাষী খ্রিস্টভক্তদের খ্রিস্টিয় বাংলা গানের সুরের যাদুতে ধরে রাখার শক্তি ছিলো ফাদার লেনার্ড রোজারিও'র।

সেদিন সেমিনারীতে সন্ধ্যাকালীন খ্রিস্টযাগ শেষ হয়েছে; ফাদার লেনার্ড গানের দলের কাছে এসে হারমোনিয়ামটা টেনে নিলেন। বুঝতে পারলাম খ্রিস্টযাগে আমরা হয়তো কোন গান ভুল গেয়েছি। প্রয়াত ফাদার পৌল ডি'রোজারিও'র রচিত ও অরবিন্দ হীরার সুরোপিত 'আমি নিজেকে উজাড় করে তাঁকে ভালবাসবো' গানটি তিনি হারমোনিয়ামে উঠালেন। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। গানের কয়েকটি জায়গায় তিনি এমনই কাজ দিলেন যে গানের আসল সৌন্দর্যটা আপনি বেরিয়ে এলো। তিনি সাদা দাঁড়ির ফাঁক গলিয়ে মুচকি হেসে বললেন, এইভাবে গাইতে হয়! খ্রিস্টিয় সঙ্গীতে তিনি শুদ্ধ সুর ও উচ্চারণের উপর জোর দিতেন খুব। এবং এটাই হওয়া উচিত বলে মনে করতেন তিনি। ফাদার লেনার্ড রোজারিও'র বেশীর ভাগ গানই তিনি নিজে রচনা করে সুরারোপিত করেছেন। আর প্রত্যেকটি গানের কথা ও সুর অনন্য-অসাধারণ। যতদূর জানি- তার লেখা অনেক গান এখনো পর্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয়নি; সবার অগোচরেই রয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশ মণ্ডলীর সম্পদ 'গীতাবলী'র ২২তম পরিমার্জিত ও পুনঃমুদ্রিতে ফাদার লেনার্ড রোজারিও'র ২৩টি গান স্থান পেয়েছে; যার বেশীর ভাগই তার নিজেরই রচিত ও সুরারোপিত। গানগুলো হচ্ছে- আমি পূজি হে তোমায়, উঠেছে ঘরে ঘরে নবজাতকের তরে, এসো নবীন বছর এসো এসো, ঐ ক্রুশ চরণতলে প্রভু মোর অন্তর দিলাম, খেজুর পাতা হাতে নিয়ে ইহুদীরা মহোল্লাসে, গাও গাও গাও গাও সবে জয়ধ্বনী গান, জয় জয় জয়! জয় প্রভুর জয় মুক্তিরাজের জয়, জয় স্বর্গেশ্বর জয় জয়দীশ্বর, জীবন দিয়েছে জীবননাথ বিশ্ব দিয়েছ বিশ্বনাথ, ধন্যবাদ প্রভু ধন্যবাদ, নব শতাব্দী নব সহস্রাব্দী নব জীবনের আহ্বান, পুণ্য পুণ্য প্রভু পরমেশ্বর, পৃথিবীর ইতিহাসে অবিরাম কালের প্রবাহে, প্রভু আমায় তুমি তোমার, প্রভু তুমি ব্যাকুল কণ্ঠে, প্রভু তোমার মরণ, মঙ্গলধ্বনী

বাজে, মা বর্ষ বর্ষ ধরে সবাই, মৃত্যু বরণ করে প্রভু, শান্তি দাও প্রভু শান্তি, শোষণ শাসন অনাচার অবিচার ও হে করুণাময় পিতা ক্ষমা করো অপরাধ। এছাড়াও গীতাবলীতে এখনো পর্যন্ত স্থান পায়নি এমন দুটি গান জানি- অর্ঘ্য মোর, অর্ঘ মোর লও গো ঈশ্বর ও বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘের পঁচিশ বছরের জুবিলী বর্ষের মূল সংগীত 'সহভাগিতা আর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আমরা যাজক সমাজ' গানটির সুর সংযোজন করেছেন ফাদার লেনার্ড রোজারিও ও রচনা করেছেন ফাদার দিলীপ এস. কস্তা। তবে পূর্বেই যাজকবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত সিডি ক্যাসেটে গানটি সংরক্ষিত করা হয়েছে। এই গানটি সরাসরি ফাদার লেনার্ড রোজারিও'র নিকট থেকে শেখা। ফাদার লেনার্ড রোজারিও সুর করে রমনা সেমিনারীতে বসে আমাদের শিখিয়েছিলেন। গানটির সুর সত্যিই মনোমুগ্ধকর!

ফাদার লেনার্ডের যাজকীয় সেবাদায়িত্বের বেশীর ভাগ সময়ই কেটেছে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশে। প্রত্যন্ত মান্দি এলাকায় ফাদারের রচিত ও সুরারোপিত উপাসনা সঙ্গীত মানুষের মুখে মুখে। শুধুমাত্র ময়মনসিংহ বললে ভুল হবে- সমগ্র বাংলাদেশের প্রত্যেকটি এলাকায়ই ফাদারের এই সৃষ্টিগুলো প্রাণবন্ত। একবার প্রৈরিতিক কাজে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের একটি ধর্মপল্লীতে অবস্থানকালে গ্রামে গিয়েছি। গ্রামের খ্রিস্টভক্তগণ বাংলা উপাসনা সঙ্গীতে বেশ দক্ষ এবং শুদ্ধ সুর ও উচ্চারণ তাদের জানা। অবাক হলাম! জিজ্ঞাসা করতেই জানতে পারলাম- ফাদার লেনার্ড রোজারিও এই ধর্মপল্লীতে সেবাদায়িত্বে থাকাকালীন এই গ্রামে এসে গান শেখাতেন। গান ভুল করলে রাগ করতেন প্রচণ্ড; চাইতেন গান যেন শুদ্ধভাবে গাওয়া হয়। তিনি বলতেন, ঈশ্বরকে যেটা দিবে সেটা যেন শুদ্ধই হয়। আপাতদৃষ্টিতে ফাদারের লেখা গানগুলোর কথা যদিওবা একটু কঠিন মনে হয় কিন্তু এর মধ্যদিয়ে খ্রিস্টের যে মহিমা ফুটে উঠে তা বুঝতে একদমই সহজ। 'পৃথিবীর ইতিহাসে অবিরাম কালের প্রবাহে' গানটি একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। গানটিতে তিনি খ্রিস্টের ঈশ্বরত্ব প্রকৃতির মধ্যদিয়ে আদি থেকে অনন্ত পর্যন্ত আমাদের নিত্যদিনের কার্যক্রমে অসম্ভব সৌন্দর্যে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

একবার পুণ্য সাপ্তাহে সহায়তা করার জন্য ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ক্যাথিড্রালে ছিলাম। ফাদার লেনার্ড তখন অসুস্থ অবস্থায় সেখানে। প্রতিদিন খাবার টেবিলে দেখা হতো। তাকে দেখে কখনো বুঝতে পারতাম না তিনি অসুস্থ; হাসি-খুশি মনে খাবার খাচ্ছেন। আমার কেন জানি সে সময় মনে হতো ফাদারের মধ্যে সব সময় গানের যে সুর ছন্দায়িত হয় তা যেন তার নিত্যদিনের কার্যক্রম বিশেষভাবে খাওয়া-দাওয়ার মধ্যেও ছন্দায়িত হয়ে সুর সৃষ্টি হচ্ছে। গত মাসের ২০ তারিখে দুপুরবেলা তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে ফাদারের সাথে দেখা। দিব্যি সুস্থ মনে হলো। গল্প করতে করতে খাবার ঘরে প্রবেশ করলাম। কোথায় আছি জিজ্ঞাসা করলেন। মথুরাপুর ধর্মপল্লী বলতেই বললেন, মথুরাপুর এক সময় ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের অধীনে ছিলো। অনেক আগে গিয়েছি। নিশ্চয় অনেক পরিবর্তন হয়েছে! ফাদার লেনার্ডের সাথে সেই শেষ দেখা। ফিরে আসার সময় নিমন্ত্রণ জানালাম। মুচকি হেসে মনে হলো সুরের আবেশে বললেন, শরীর আর চলে না।

'শত সহস্র বছর ধরে বহিছে যে পরম সত্য' সেই সত্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে সুরের যাদুকর ফাদার লেনার্ড রোজারিও আজ স্বর্গবাসী। ঈশ্বর এই সুরের যাদুকরের মাঝে যে সুর সংযোজন করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন সেই সুরের মূর্ছনায় বিমোহিত হয়েছে খ্রিস্টভক্তজনগণ। ফাদারের জীবনটাই যেন সুর হয়ে উঠেছিলো। নব নব সুর সৃষ্টিতে ব্যস্ত ছিলো ফাদারের সমগ্র জীবন। তবে নিজের মহিমা প্রকাশের জন্য নয় বরং সুরের মধ্যদিয়ে প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হয়েছে সৃষ্টিকর্তার মহিমা। ফাদার লেনার্ড রোজারিও'র 'অর্ঘ্য মোর, অর্ঘ্য মোর লওগো ঈশ্বর, লওগো ঈশ্বর' ধ্বনি শুনে ঈশ্বর সুরের যাদুকরকে স্বর্গে সুর সংযোজনের দায়িত্ব দিয়ে তুলে নিয়েছেন॥

মুশুরীখোলা ও কিছু খ্রিস্টীয় আদি ভূমি এবং সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গ

ড. ইসিদোর গমেজ

(পূর্ব প্রকাশের পর)

মুশুরীখোলায় এক সময় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খ্রিস্টানের বসতি ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সরেজমিনে এলাকা পরিদর্শন ও বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করলে কিছু সুস্পষ্ট ধারনা পাওয়া যায়। সাভার উপজেলা, কেরাণীগঞ্জ উপজেলা এবং সিংগাইর উপজেলার মানচিত্র পাশাপাশি রাখলে কতগুলো বিষয় স্পষ্ট হয়। এখনকার মুশুরীখোলার দক্ষিণে নিম্নেজ ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণ পাড়ে ফিরিঙ্গী কান্দা (ফিরিঙ্গী পাড়া)। এক সময় ধলেশ্বরীর কড়াল গ্রাসে মুশুরীখোলা গ্রামের বেশীর ভাগ ভূমি বিলীন হয়ে যায়। বিশ্বাস পরিবারের কাছ থেকে জেনেছি, গ্রামের দক্ষিণ অংশে তুলাতুলিতে ছিল চার্চের কয়েক'শ বিঘা জমি। সেগুলো নদী গর্ভে চলে যায়, কিন্তু ২৫/২৫ বছর পর সেগুলো আবার ধীরে ধীরে জেগে উঠেছে। এখন সেখানে শুকনো মৌসুমে চাষাবাদ হয়। কিছু অংশ বেশ উচুঁ ভূমিতে পরিণত হয়েছে। মুশুরীখোলা চৌমাথা থেকে দক্ষিণে নদীর দূরত্ব এখন প্রায় দুই কি.মি। শুকনো মৌসুমে নদী ২/৩ শ' ফুটের মত চওড়া, বর্ষায় ৪/৫ শ' ফুট। তবে গভীরতা খুব কম। বর্তমানের ধলেশ্বরী নদী মুশুরীখোলা এলাকাকে দুই ভাগে ভাগ করে পূর্ব-পশ্চিমে বহমান। দক্ষিণ পাড়ে ফিরিঙ্গী কান্দায় এখন কোন খ্রিস্টান পরিবার নেই। এখানে একটি স্থায়ী বাজার আছে, নাম "শান্তি বাজার"। প্রায় সব দোকানে সাইন বোর্ডে ঠিকানা লেখা, ফিরিঙ্গী কান্দা, শান্তি বাজার, মুশুরীখোলা। বাজারে কয়েকজন লোকের সাথে কথা বলেছি। তারা খুবই অমায়িক। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই জায়গার নাম কেন ফিরিঙ্গী কান্দা? তারা খুব সম্মানের সাথে বলেছেন, এটাতো খ্রিস্টানদের গ্রাম ছিল। এখন নাই, তবে ঐ নদীর ওপারের ও নদীর সব জায়গা খ্রিস্টানদের। তারা প্রায় সবাই বিশ্বাস পরিবারের লোকদের চেনেন ও তাদের সম্পর্কে ভাল জানেন। একজন বললেন, বাংলাদেশ স্বাধীনের পরও কয়েকটি পরিবার ফিরিঙ্গী কান্দায় ছিল।

ঢাকা থেকে ফিরিঙ্গী কান্দা গাড়ীতে যাওয়ার সহজ পথ হলো বছিলা ব্রিজ পার হয়ে, কলাতিয়া হয়ে হেমায়েতপুর মুখী রোডে আলীপুর ব্রিজ। ব্রিজের উত্তর প্রান্তের গোড়া সংলগ্ন পূর্ব দিকের পাকা রাস্তায় নেমে ১ কি.মি. গেলেই ফিরিঙ্গী কান্দা শান্তি বাজার। গত ৩০ জুন, ২০২১ তারিখে আমরা আবার ফিরিঙ্গী কান্দা পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। বাজারটি ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণ পাড়ে। নদীর পাড়ে দাঁড়ালে উত্তর দিকে সোজাসুজি চোখে পড়বে নদীর পাড়ে বৃক্ষরাজি আবৃত একটি ছোট ভিটাবাড়ী। আশে পাশে চরাঞ্চল, শস্যক্ষেত। আমরা ছোট একটি শ্যালো ইঞ্জিন বোটে করে সেই বাড়ীতে রওনা হলাম। নৌকার বয়স্ক মাঝি এলাকা সম্পর্কে অনেক তথ্য দিলেন। ওপারের গুদারা ঘাট থেকে তূলাতুলি-মুশুরীখোলা গ্রামের দিকে একটি কাঁচা সড়ক চলে গেছে। মোটামুটি এক কি.মি. হেঁটে ঢুকতে হবে গ্রামে। তার কাছে জানতে পারলাম, এই চরে খ্রিস্টানরা শ'খানেক প্লট করেছে। মাটি তুলে কিছু ভিটিও করা হয়েছে। আমরা ছোট বাড়ীতে নৌকা ভিড়িয়ে নামলাম। দেখলাম সেমিপাকা একটি তালাবদ্ধ ঘর, দেয়ালে একটি নাম ফলক। তাতে লিখা, "দায়ূদ-নগর খ্রিস্টান কলোনী, রবির আয়না কুঠির, প্রোঃ টমাস রবিন হালদার, মুশুরি খোলা, সাভার, ঢাকা। বাড়ীতে কোন মানুষ জন নেই। ছোট্ট উঠানের পূর্বকোণে একটি পাকা কবর। মাঝি বললেন, তিনি লোকটিকে চিনেন। থাকেন মিরপুর ১০ নম্বর গোল চক্করের কাছে। মাঝে মাঝে এখানে আসেন। শুকনো মৌসুমে আরও অনেক খ্রিস্টান লোকজন আসা যাওয়া করে। এরপর আমরা ফিরিঙ্গী কান্দা ফিরে আসি। নদীর মাঝামাঝি থেকে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তাকালে দেখা যাবে দু'দিকে দুটি বড় পাকা ব্রিজ। পূর্ব দিকেরটি চাইরা ব্রিজ এবং পশ্চিমেরটি আলিপুর বা কদমতলি ব্রিজ।

মুশুরীখোলা/ফিরিঙ্গী কান্দা যাওয়ার বিকল্প রাস্তাটি হলো, হেমায়েতপুর থেকে সিংগাইর রোড ধরে এক কি.মি. পর ঋষিপাড়া-পদ্মার মোড় হয়ে দক্ষিণে শ্যামপুর, তারপর সোজা মুশুরীখোলা। আর শ্যামপুর থেকে পশ্চিম দিকে মোড় দিয়ে ঝাউচর, কানার চর, কদমতলি হয়ে আলিপুর ব্রিজ, তারপর ফিরিঙ্গীকান্দা। এই রাস্তাটি খুব ভাল। ঝাউচর ও কানারচর থেকেও আধা-পাকা-কাঁচা রাস্তা/হালট দিয়ে মুশুরীখোলা যাওয়া যায়। বার তের বছর আগে এ রাস্তা দিয়ে আমি প্রথম যাতায়াত শুরু করেছি। ইদানিং করোনাকালে ঢাকা-সাভার-মানিকগঞ্জ মহাসড়কে গণপরিবহনের ভিড় ও নানাবিধ ঝামেলা এড়াতে ধল্লা-আপনগাঁও-সিংগাইর এলাকায় যাতায়াতের নির্বিঘ্ন পথ হিসাবে প্রায়ই এই সড়কটি ব্যবহার করে থাকি। এ পথে শুধু রিক্সা, হ্যালো বাইক, ইজি বাইক বা সিএনজি অটোরিক্সা করেও গন্তব্যে যাওয়া যায়। সবুজ প্রকৃতি, গ্রাম ও সব্জি ক্ষেতের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করা যায়।

এভাবেই যাওয়া আসার পথে লক্ষ্য করলাম, শ্যামপুর বাজার থেকে ঝাউচরের দিকে যেতে একটি ফাঁকা জায়গা। সে স্থানটি তুলনামূলকভাবে নিচুঁ এবং উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। যেন একটা খাদের মত। পনের-ষোল বছর আগে জায়গাটা আরো নিচুঁ ছিল এবং রাস্তার পাশে বাড়ী-ঘর কম ছিল। শ্যামপুর থেকে ধলেশ্বরী নদীর পাড়ে যাওয়ার একটি কাঁচা হালট ছিল। সেখান থেকে নৌকায় নদী পারাপারের ব্যবস্থা ছিল। যখন ঐ এলাকায় ধলেশ্বরীর পাড় ঘেষে আধুনিক চামড়া শিল্প নগরী স্থাপনের ঘোষণা হলো, তখন থেকে ধাই ধাই করে সেখানে বাড়ী-ঘর উঠতে শুরু করলো। কয়েক বছরের মধ্যে আধুনিক চামড়া শিল্প নগরীর স্থাপনা নির্মিত হলো। যা এখন ধলেশ্বরীর পূর্বতটে, উত্তর-দক্ষিণ বরাবর ২/৩ কি.মি. এলাকা জুড়ে একটি ব্যস্ততম শিল্প এলাকা। সেখানে কর্মরত হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারীগণ আশে-পাশে বাস করছেন। ফলে গত কয়েক বছরে ঝাউচর, কানারচর, কদমতলি গ্রামের চেহারাই বদলে গেছে। একদিন চোখে পড়ল রাস্তার পাশে একটি সুন্দর স্কুল ভবন। ছোট মাঠসহ এই পাড়াগাঁয়ে নতুন তিন তলা ভবনটি নজর কাড়ে। ভবনের দেয়ালে লিখা, "৫১ নং কানারচর সরকারী প্রাথ মিক বিদ্যালয়, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। স্থাপিতঃ ১৮৭৫ ইং"।

প্রতিষ্ঠার বছর দেখে সঙ্গত কারণেই অবাক হয়েছি, অনেক প্রশ্ন সামনে এসেছে। আগেই উল্লেখ করেছি যে, ঝাউচর ও কানারচর থেকে মুশুরীখোলা বেশী দূরে নয়, দেড়-দুই কি.মি.। এই দুই এলাকার মাঝখানে একটি নীচু খাদ এলাকা, স্থানে-স্থানে কোল বা বিলের মত। এদের বর্তমান ভৌগলিক ও প্রশাসনিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মুশুরীখোলা, তূলাতুলি, ঝাউচর, চামড়া শিল্প নগরী, কানারচর, কদমতলী সবকটি গ্রাম ধলেশ্বরী নদীর পূর্ব ও পূর্ব-উত্তর পাড়ে। আমরা জানি যে, ধলেশ্বরীর তীরবর্তী মুশুরীখোলা, শ্যামপুর, তেতুঁলঝোড়া, ফুলবাড়িয়া গ্রামগুলো প্রাচীন।

আর ঝাউচর, কানারচর, কদমতলী গ্রামের ভূ-প্রকৃতি দেখে সহজেই বুঝা যায় এটি পলিমাটি বালু সমৃদ্ধ নতুন চরাভূমি। কিন্তু এ চরাভূমি কতকাল পূর্বে গঠিত? এর আগে এর অবস্থা বা অবস্থান কেমন ছিল?

এ প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে গিয়ে যে বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য, তা হলো- কানারচর, কদমতলী, ঝাউচরের কিছু অংশ, কেরাণীগঞ্জ থানার হজরতপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত। আর ঝাউচর উত্তর অংশ, শ্যামপুর, চামড়া শিল্প নগরের উত্তরাংশ মুশুরীখোলা, তূলাতুলী, চর-তূলাতুলী ও ফিরিঙ্গী কান্দা গ্রামগুলো সাভার থানাধীন তেতুঁলঝোড়া এবং ভাকুর্তা ইউনিয়নের অন্তর্গত। অর্থাৎ কোন এক সময় ধলেশ্বরী কেরানীগঞ্জ থানার উত্তর-পশ্চিমের কিছু অংশ এবং ভাকুর্তা ইউনিয়নের দক্ষিণ-পশ্চিমের কিছু অংশকে বিভক্ত করেছে।

ধারণাটির সত্যতা মিলেছে, কানারচর প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন একজন বয়োঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির সাথে কথা বলে। তার কাছে জানতে চাইলাম, এই গ্রামটি দেখে তো মনে হয়, এটি বেশী দিনের পুরানো গ্রাম নয়। একটিও ৫০/৬০ বছরের পুরানো গাছ নেই এখানে। তাহলে, কিভাবে এই স্কুলটি এত পুরাতন হলো, প্রায় দেড়'শ বছর আগে স্থাপিত! তিনি বললেন, প্রকৃতপক্ষে স্কুলটি ধলেশ্বরী নদীর পশ্চিম পাড়ে ছিল। ঐ এলাকা নদীতে ভেঙ্গে যায়। পরে এপাশে/পূর্ব পাড়ে চর পড়লে স্কুলটি এখানে স্থানান্তরিত হয়। আসলে এই স্কুল কানারচরের সোজাসুজি বর্তমানের ধলেশ্বরীর পশ্চিম পাড় ও এই গ্রাম দুটোই কেরানীগঞ্জ থানার অন্তর্গত। সুতরাং একইভাবে, মুশুরীখোলা ও ফিরিঙ্গী কান্দা অঞ্চল সংযুক্ত ছিল। এখনও তারা একই মৌজা ও ইউনিয়নের অন্তর্গত।

আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলাম, আমাদের অনেকের অপছন্দের তথাকথিত পশ্চাদ্‌পদ মুশুরীখোলা অঞ্চল একদিন অতি মূল্যবান ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। বর্তমান বাস্তবতা তো তা-ই। অখ্যাত হেমায়েতপুর এখন বিখ্যাত শিল্পাঞ্চল। বড় বড় গার্মেন্টস, টেক্সটাইল,কল-কারখানা, শপিংমল, বানিজ্যিক ব্যাংক, অফিস ইত্যাদি কত বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। এখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। ইতিমধ্যে এলাকাটি হেমায়েতপুর ছাড়িয়ে পশ্চিমে ও দক্ষিণে প্রসারিত হতে হতে মুশুরীখোলা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা যাই নি বা কিছু করিনি বলে যে অন্য কোন খ্রিস্টান সেখানে যাবে না তা কিন্তু হয় নি।

শিক্ষক বিমল চন্দ্র বিশ্বাসদের গ্রামের

ইন্টারন্যাশনাল পেন্টিকোস্টাল হোলিনেস চার্চ, মুশুরীখোলা, সাভার

স্বল্প উত্তরে গড়ে উঠেছে একটি সুন্দর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, চার্চ। রাস্তা থেকে দেখা যায়, ইট-লাল রং এর একটি তিন তলা বিল্ডিং, শীর্ষে স্থাপিত একটি বড় ক্রুশ। ভবনের গায়ে লিখা, ইন্টারন্যাশনাল পেন্টিকস্টাল হলিনেস চার্চ। মুশুরীখোলা। হেমায়েতপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে রিক্সায় যেতে ১০/১৫ মিনিট, ভাড়া ৩০/৩৫ টাকা। ইতিমধ্যে আরও একটি বিষয় জেনেছেন যে, ফিরিঙ্গী কান্দা-মুশুরীখোলার মাঝে নদীর উত্তর পাড়ে, দয়াপুর মণ্ডলী (চার্চের) কয়েক শ' বিঘা জমিতে নতুন পরিচয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে, "দায়ূদ নগর খ্রিস্টান কলোনী"! আশা করি খুব শীঘ্রই তাদের সাথে সাক্ষাতে সমসাময়িক বিষয়গুলো জানতে পারবো।

এবার একটি বিষয় উল্লেখ করছি। নব্বই এর দশকে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, "সাভার রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট" মুশুরীখোলায় বিশ্বাসদের জমিতে একটি প্রি-স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। ঐ প্রজেক্টের পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন, মি. সত্য রঞ্জন বিশ্বাস, বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের জয়েন্ট ডিরেক্টর। মি. থিওটোনিয়াস পরিমল রোজারিও'র সময়ে ঐ স্কুল ঘরটির উন্নয়ন সাধন করা হয় এবং এলাকায় কিছু উন্নয়নমূলক কাজও হাতে নেয়া হয়েছিল। তখন ঐ এলাকার দায়িত্বে ছিলেন, প্রজেক্ট ম্যানেজার, মি. ডেনিস রোজারিও। সাভার রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, এডিপি'তে রূপান্তরিত হলে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশে-এর কার্যক্রম ও সাংগঠনিক কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। অনেক পার্টনারশিপ প্রজেক্ট স্থানীয় সুবিধাভোগী সদস্যদের কাছে ছেড়ে দেয়া হয়। ফলে একসময় ঐ প্রি-স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। মি. ডেনিস রোজারিও স্থানীয় সুবিধাভোগী সঞ্চয় সমিতির সদস্যদের নিয়ে ওয়ার্ল্ড ভিশন এডিপি'র ছেড়ে দেয়া হাজারিবাগ ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এটি এখন "হাজারিবাগ মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ" নামে শহর ও শহরতলী এলাকায় ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ডেনিস রোজারিও এই সংস্থার জেনারেল ম্যানেজার। তার উদ্যোগে পুনরায় ভাকুর্তা, মুশুরীখোলা, তূলাতুলি, কানারচর, ঝাওচর ও কদমতলী এলকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চলছে। এলাকায় গরীব শিশু-কিশোরদের পড়ালেখায় সাহায্য করা, শীতবস্ত্র প্রদান, মহিলা সঞ্চয় ও উন্নয়ন সমিতি'র সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ঋণ প্রদানসহ নিয়মিত আত্মসচেতনামূলক সেমিনার/আলোচনা সভা পরিচালনা করা হচ্ছে।

আমার প্রত্যাশা, এই লিখাটি পড়ে খ্রিস্টীয় সমাজের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ও সমাজ সচেতন ব্যক্তিদের অধিকতর অনুসন্ধান ও গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করবে। বাংলাদেশে খ্রিস্টমণ্ডলীর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য আমাদের অতীত ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা আবশ্যক বলে আমি মনে করি। ঢাকার রায়পুর, দয়াপুর (মুশুরীখোলা), মুন্সিগঞ্জের ফিরিঙ্গীবাজার, চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গীবাজার, সন্দ্বীপ, ভুলুয়া, লরিকুল ও চন্ডিপুর এলাকাগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ছিল। ইতিহাস বলে, "পর্তুগীজদের সকল দুষ্কর্মের কেন্দ্র ছিল চট্টগ্রাম। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে মোগলদের চট্টগ্রাম বিজয়ের ফলে পর্তুগীজদের জলদস্যুতা চিরতরে শেষ হইয়া যায়। আরাকানীদের হাত হইতে চট্টগ্রাম দখলের সময় পর্তুগীজরা মোগলদের সাহায্য করিয়াছিল। এই সাহায্যের পুরস্কার হিসাবে তাহাদের, ঢাকা শহর হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে ইছামতি নদীর তীরে ফিরিঙ্গীবাজার নামক স্থানে পুনর্বাসিত করা হইল। ঢাকার রোমান কাথলিক মণ্ডলীর ইতিহাসে শুরু হইল এক নূতন অধ্যায়। এই নবযুগেই ডোম আন্তনীওর মিশন বিপুল সফলতা লাভে সক্ষম হইয়াছিল।"

(চলবে)

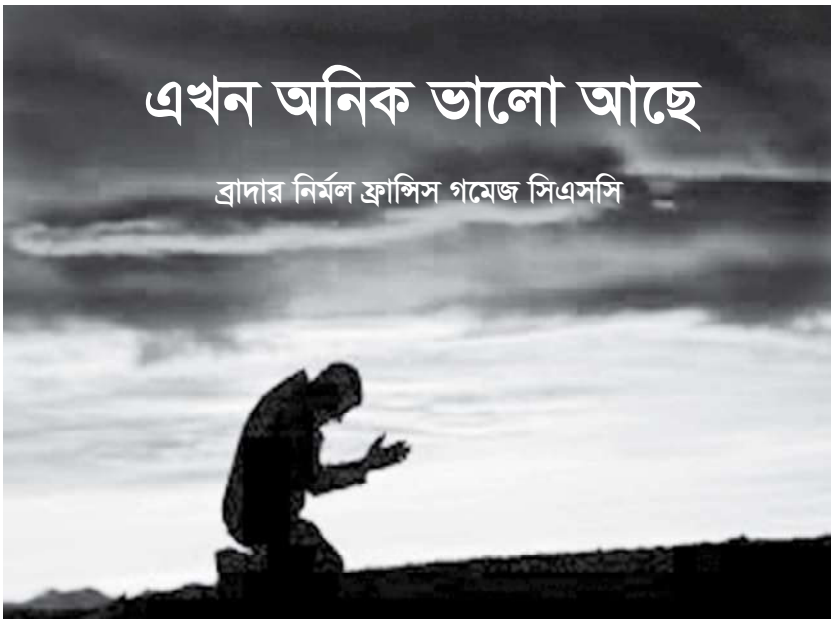

এখন অনিক ভালো আছে

ব্রাদার নির্মল ফ্রান্সিস গমেজ সিএসসি

বেশ কিছুদিন যাবৎ অনিকের মনটা খুব অস্থির লাগছে। অনিক বড় হয়েছে, অনেক বিদ্যা অর্জন করেছে, সে এখন বড় অফিসে চাকুরী করে, বেতনও ভালো, পরিবারে কোন অভাব নেই, তবুও মনে শান্তি নেই! অনেক চিন্তা করে অনিক সিদ্ধান্ত নিলো সে, যে স্কুলে পড়ালেখা করেছে সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে যাবে এবং বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবে। অনিক খোঁজ খবর নিয়ে দেখলো তার সময়ের প্রধান শিক্ষক এখন আর নেই, নতুন একজন প্রধান শিক্ষক নিয়োজিত হয়েছেন সেখানে। তবুও অনিক সাহস করে রওনা দিলো তার স্কুলের দিকে।

অনিকের মনটা কেমন জানি লাগছে, হাঁটতে হাঁটতে সে ভাবছে, "কি করে বলবো আমার অশান্তির কারণগুলো? নতুন প্রধান শিক্ষকতো আমাকে চিনেন না, কিভাবে নিবেন উনি এসব বিষয়? আমার সাথে কি রাগ করবেন? আমাকে বের করে দিবেন না-তো?" এসব ভাবার কারণ, অনিকের অশান্তির বিষয়গুলো ছিলো স্কুলের সাথে জড়িত কিছু ঘটনা। সে তার স্কুলের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। পাদু'টো যেন আর সামনে যেতেই চাইছে না, অনিকের ভয় হচ্ছে, সে দুই হাত জোর করে পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার কাছে মিনতি জানালো, "হে প্রভু, আজ আমি যেন আমার কথাগুলো অবশ্যই আমার প্রধান শিক্ষককে বলতে পারি, আমাকে পারতেই হবে, তুমি আমাকে সাহস দাও, আমি যেন সব বলতে পারি, আমি যেন নম্রভাবে সব বলে ক্ষমা চাইতে পারি।"

অনিক স্কুলে এসে দেখে ঠিক আগের ঐ কক্ষেই বসে কাজ করছেন তার স্কুলের নতুন প্রধান শিক্ষক। সব ভয় জয় করে অনিক দরজার সামনে গেল। প্রধান শিক্ষকের উদ্দেশে বলল, "স্যার, আসতে পরি"? স্যার, তাকে বললেন, "আসেন, কি করতে পারি আপনার জন্য, আপনার পরিচয়?" অনিক স্যারকে বলল, "স্যার আপনি আমাকে তুমি করে বলবেন, আমি এই স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র, আপনি এখানে আসার ঠিক কয়েক বছর আগেই আমি এখান থেকে এসএসসি পাশ করে গেছি।" অনিকের বাড়ি কোথায়, কে ছিলো তার প্রধান শিক্ষক, সে কতটুকু পড়া লেখা করে বর্তমানে কোথায় কাজ করছে ইত্যাদি অনেক কথার বিবরণ দিয়ে প্রধান শিক্ষকের সাথে সহজ হতে চেষ্টা করছে।

প্রধান শিক্ষকের সাথে, কথা বলতে বলতে অনিক প্রায় কেঁদে-কেঁদে বলল, "স্যার, আমি স্কুল থেকে পাশ করে যাওয়ার পর থেকে এত বছর ধরে খুব অশান্তিতে আছি, স্কুলে থাকতে বন্ধুদের সাথে স্কুলের বিরুদ্ধে করা অন্যায় কাজগুলো আমাকে চরমভাবে কষ্ট দিচ্ছে!" প্রধান শিক্ষক বললেন, "কি হয়েছে তোমার? কি অপরাধ করেছিলে তুমি? আমি তোমাকে কিভাবে সহায়তা করতে পারি?" "স্যার, আমি যদি সব সত্যিকথা বলি আপনি কি আমাকে ক্ষমা করবেন?" অনিক মিনতির শুরে জিজ্ঞেস করল। প্রধান শিক্ষক তার সকল বিষয় গোপন রাখবেন এমন নিশ্চয়তা দিলেন, তিনি এটাও বললেন যে তিনি তাকে ক্ষমার চোখেই দেখবেন। এই নিশ্চয়তা পেয়ে অনিক বলল, "স্যার, স্কুলে পড়ার সময় আমরা বন্ধুরা মিলে বাইরের মানুষ যারা আমাদের স্কুলের ভালো চায়নি তাদের বুদ্ধিতে স্কুলে অনেক গন্ডোগোল করেছি, ভাংচুর করেছি আর অনেক জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে গেছি, এমনকি আগুনও দিয়েছিলাম। স্যার, ঐ সময় চুরি করে নেওয়া বেশ কিছু জিনিস এখনো আমি ঘরে রেখে দিয়েছি, নষ্ট করিনি, এই জিনিষগুলো আমার বিবেকের কাছে সব সময় প্রশ্ন করে, আমি এসব কি করেছিলাম তখন? স্যার, আমি আমার ঘরের ঐ জিনিসগুলো আপনার কাছে ফেরত দিতে চাই, আপনার কাছ থেকে ক্ষমা পেতে চাই, আমি আমার অন্তরে, আমার প্রতিদিনের জীবনে শান্তি চাই, আনন্দ চাই, এখন ঐসব ভুলের জন্য আমি অনেক কষ্ট পাচ্ছি।

তার প্রধান শিক্ষক কিছু সময় অনিককে বুঝিয়ে কিছু কথা বললেন, তিনি আরোও বললেন, "ঠিক আছে সময় করে তুমি ওগুলো আমার কাছে গোপনে দিয়ে যেয়ো, আর শোন, আমি স্কুলের সকলের পক্ষে তোমাকে আর তোমার বন্ধুদের ক্ষমা করে দিলাম, আমি তোমাদের জন্য স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করবো তিনিও যেন তোমাদের সকলকে ক্ষমা করেন। তুমি নিশ্চিত থেকো এই ঘটনাটি অন্যভাবে সহভাগিতা করলেও আমি কখনো কারো কাছে তোমার নাম প্রকাশ করবো না।" সেদিন সকল আলোচনা শেষ করে অনিক বাড়ি চলে গেলো, কিছুদিন পরে কোন এক অফিস ছুটির দিনে সেই চুরি করা জিনিসগুলো ব্যাগে করে নিয়ে (অনেক কিছু) প্রধান শিক্ষকের কাছে জমা দিয়ে, আবারো ক্ষমা চেয়ে, ক্ষমার আনন্দে বাড়ি ফিরে এলো। সত্যিই প্রধান শিক্ষক সেদিন এই জিনিসগুলো দেখে অশ্চর্য্য হয়েছিলেন। অন্যদিকে অনিক এখন অনেক শান্তিতে আছে, অপরাধবোধ তাকে আর কষ্ট দেয় না, সে এখনো মাঝে মাঝে তার এই প্রধান শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করে। এখন অনিক অনেক ভালো আছে॥

নৈতিক অবক্ষয়

সিস্টার মেরী ক্যাথরিন এসএমআরএ

নৈতিকতা বলতে বুঝায় নীতি সম্বন্ধীয় ন্যায় সঙ্গত রীতিনীতি। অর্থাৎ যেখানে মানব চরিত্রের উত্তম গুণগুলো থাকবে যেমন- সততা, ন্যায়বোধ, দয়া, পরম সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ইত্যাদি। এই নৈতিক শব্দাবলি শিক্ষার্থীদের সাথে জড়িত। আজকাল শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিকতা বিষয়টির অনেক অভাব দেখা যায়। পরিবার প্রতিটি শিশুর জীবনে একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ছেলে মেয়েরা পরিবার থেকেই বেশি শিখে। শুধু যে ভালো কিছু শেখে তা নয়, অনেক মন্দ অভ্যাসও তাদের চরিত্র গঠনে যোগ হয়।

তুষার তার বাবা-মার একমাত্র সন্তান। তার বাবা নেই। তার মা-ই একমাত্র সম্বল। কিন্তু মা চাকুরিজীবী হওয়ার কারণে সন্তানকে সময় দিতে পারেন না বিধায় ছেলের হাতে টাকা ধরিয়ে দেন আনন্দ করার জন্য। শুধু টাকা নয়, তুষারের মা ছেলেকে একটি মোবাইল ফোনও দেন যেন মায়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারে।

কিন্তু বাস্তবে তুষার মায়ের কথা ভুলে গিয়ে হঠাৎ সে মোবাইলের সঠিক ব্যবহার না করে এর অপব্যবহার করতে শুরু করে যার ফলে সে বিপথগামী হয়ে অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি বাবা-মায়ের কিংবা পরিবারের উচিত তার সন্তানদের সঠিক পথ দেখানো, সঠিক শিক্ষা দেয়া। অতিরিক্ত শাসন কিংবা অতিরিক্ত আদর নয়, ছেলে-মেয়েদের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখা খুবই প্রয়োজন।

তাই এসো বন্ধুরা, আমরা সবাই নৈতিক ও জ্ঞানের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠি, যেন রাষ্ট্র আমাদের উপর নির্ভর করতে পারে॥

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

ম্যাক্স এন্থনি রোজারিও
৪র্থ শ্রেণি
হলি চাইল্ড আইডিয়াল স্কুল, নাগরী

এক ভিন্ন গ্রহের নক্ষত্র

মিল্টন রোজারিও

ফাদার লের্ণাড রোজারিও এক ভিন্ন
গ্রহের নক্ষত্র
হয়ে ছিলেন এক সমাজ লোকে!
এক প্রাণ চঞ্চল যুবককে দেখেছি বান্দুরা
সেমিনারীতে,
সুললিত কণ্ঠে তার সুমধুর গান
এখনো আমার কানের কুহরে রণিত হয়।
সন্ধ্যা আরতির সময় মনে হতো
এক ঝাঁক বেলে হাঁস যেমন
দল বেঁধে উড়ে যাচ্ছে কলকাকলী করে;
আমরা বাড়ীর আঙ্গিনায় বসে শুনতাম
গ্রোটোতে সমবেত তাদের সংগীত
মা-মারীয়ার মূর্তির সামনে;
ইথারের তারে ভেসে আসা সংগীত
মোহিত করতো
আশেপাশের সমস্ত গ্রামের মানুষজনদের,
এ ছিল এক মোহমায়া সুর মূর্ছনা!
দরাজ এবং দরদী কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন
শ্রদ্ধেয় ফাদার লের্ণাড পরেশ রোজারিও।
তিনি যেমন ছিলেন গান রচনায়
ছিলেন তেমনি সুর স্রষ্টায় পারদর্শি!
যাজক হওয়ার পর এলাকা ছেড়ে
অর্ন্তধানে ছিলেন প্রৈরিতিক কার্যক্রমের
নতুন সূচনা;
সেই ময়মনসিংহ এলাকা থেকে সূচিত
হতে থাকে
তার জীবনের আরো একটি নতুন অধ্যায়
গেরুয়া বসন পরিধানে!
হতবাক শত সহস্র ধর্মপ্রাণ বিশ্বাসী যত
চিরাচরিত সফেদ বসন ত্যাগের মাধ্যমে
তিনি হয়ে ওঠেন এক নব সন্ন্যাসীর মূর্তিতে!
এ কোন দর্শনের প্রতিকৃতি হতে
সাধ ছিল তার;
শেষ পর্যন্ত নিজস্ব সত্ত্বার কাছে নত না হয়ে
হয়ে উঠলেন ভক্ত সাধু এক!
মাথার চুল-দাঁড়িতে সৌম্য পুরুষ যেন।
রমনা কাথিড্রালে জীবন সায়াহ্নে
উদ্‌যাপন করলেন শেষ দিনটি!
মাথা নত নয়; উন্নত শিরে বলে গেলেন
আমি খ্রিস্ট যিশুর ছিলাম এবং থাকবো
সহস্রজন খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের অন্তরে
চিরাচরিত জাগ্রত এক ভিন্ন গ্রহের নক্ষত্র হয়ে!

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

আফগানিস্তানের উদ্বাস্তুদের স্বাগত জানাতে ও রক্ষা করতে পোপ মহোদয়ের আবেদন

গত রবিবার (৫/৯/২১) দূত সংবাদ প্রার্থনার সময় পোপ ফ্রান্সিস বলেন, এই সংকটপূর্ণ সময়ে আফগানরা আশ্রয় খুঁজছে। আমি তাদের মধ্যকার সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় অবস্থানকারীদের জন্য প্রার্থনা করি। নতুন জীবন প্রত্যাশী আফগানদের জন্য প্রার্থনা করি যেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাদেরকে স্বাগত জানায় ও রক্ষা করতে এগিয়ে আসে। দেশের মধ্যে স্থানচ্যুত আফগানদের জন্যও তিনি প্রার্থনা করেন যেন তারা প্রয়োজনীয় নানা সহযোগিতা ও নিরাপত্তা পেতে পারেন।

মানব মর্যাদা, শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব: পোপ ফ্রান্সিস আশা করেন, যুব আফগানরা মানব উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান শিক্ষা পাবে এবং সকল আফগানরা নিজ দেশে, ভ্রমনের সময় বা গ্রহণকারী দেশে যথার্থ মানব মর্যাদা নিয়ে শান্তি ও ভ্রাতৃত্বে প্রতিবেশিদের সাথে জীবন-যাপন করবে। গত ১৫ আগস্ট তালেবানরা যখন আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল দখন করে নেয় তখনই পোপ ফ্রান্সিস প্রার্থনার মধ্যদিয়ে সবাইকে একাত্ম হয়ে তার মনোভাব ব্যক্ত করে বলেন, শান্তিরাজ ঈশ্বর অস্ত্রের ঝনঝনানি থামাতে এবং সংলাপের মাধ্যমে সমাধান পেতে সকলকে সাহায্য করুন।

অধিকার আদায়ের জন্য নারীদের বিক্ষোভ: তালেবানের কাবুল দখলের পরে এবং আমেরিকার সৈন্য প্রত্যাহার হলে কাবুলে নারীরা তাদের অধিকারের জন্য বিক্ষোভ করে। কাবুল ও হারাতে সম্প্রতি সময়ে কয়েকটি নারী বিক্ষোভ হয়। কাজ করতে দেওয়ার ও সরকারে নারীর অংশগ্রহণের অধিকার চেয়ে বিক্ষোভ ডেকে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদের দিকে নারীরা অগ্রসর হতে থাকলে তালেবানরা টিয়ার গ্যাস ও মরীচের গুড়া ছিটানো শুরু করে। তালেবানরা জানায়, বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। কিন্তু একটি ছবিতে দেখা যায়, একজন নারীর কপাল ফেটে রক্ত ঝরছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তা ছড়িয়ে পড়ে।

গত মাসে তালেবানরা যখন আফগানিস্তানে ক্ষমতা দখল করে তখন থেকেই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় জোর দিয়ে আসছে যাতে করে তালেবানরা নারীসহ মানব অধিকারকে মর্যাদা দান করে এবং দেশটিকে যেন জঙ্গীদের আস্তানা না করেন। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমি পুতিন বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে আফগানিস্তানের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসতে আহ্বান করেন।

মানবিক ও কূটনীতিক প্রচেষ্টা: আফগানিস্থানের নাজুক অবস্থা বিদ্যমান থাকলেও জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তনীয় গুতারেস সেখানকার মানবিক বিপর্যয় এড়ানোর উপায় খুঁজছেন। আর তাই সেপ্টেম্বর ১৩ তারিখে জাতিসংঘ জেনেভাতে একটি আন্তর্জাতিক সহায়তা সম্মেলন আহ্বান করছে। অন্যদিকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনী ব্লিংকেন এর কাতারে আসার কথা থাকলেও তিনি তালেবানদের সাথে দেখা করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে না।

শান্তি আনয়নের অঙ্গীকার পূর্বের চেয়ে বর্তমানে বেশি প্রয়োজন

- পোপ ফ্রান্সিস

শান্তির জন্য নেতৃবর্গ ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হলো সদস্যদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রতিরোধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং উন্মোচনহীন বিভিন্ন সংকট মোকাবেলা করতে জনগণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণকারীদের শিক্ষিত করা। গত শনিবার (৪/৯) প্যারিশভিত্তিক শান্তির জন্য নেতৃবর্গ ফাউণ্ডেশনের ("Leaders pour la Paix" (Leaders for Peace) Foundation) সদস্যরা পোপ মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন। শান্তির জন্য নেতৃবর্গ বিশ্বের বিশজন বিশিষ্ট

নেতাদের একত্রিত করেন যাদের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা এবং শান্তি-মানবতা প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় অঙ্গীকার আছে। পোপ ফ্রান্সিস স্বীকার করেন যে, কোভিডের জন্য আমরা ইতিহাসের এক বিশেষ সংকট মুহূর্ত মোকাবেলা করছি; যার কারণে সকলেরই বিশেষভাবে দরিদ্রদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়নি। রাজনৈতিক ও পরিবেশগত ক্ষেত্রগুলোর সাথে সাথে ক্ষুধা, জলবায়ু, নিউক্লিয়ার অস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্নমুখী চ্যালেঞ্জ দান করছে। এমনিতর অবস্থায় নেতৃবর্গের শান্তির জন্য দৃঢ় অঙ্গীকার ও অবস্থান আগের থেকে বেশি জরুরী হয়ে পড়েছে। একই সময়ে পোপ ফ্রান্সিস শান্তি ফাউণ্ডেশনের নেতৃবর্গের উদ্দেশ্যকে সম্মান জানান যারা নেতৃবর্গকে সহায়তা করে বর্তমানের গুরুতর সংকটপূর্ণ অবস্থাকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করতে এবং গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে তাতে সাড়া দিতে বলেন। পোপ মহোদয় পরিবেশগত সংকটকে একটি বিশেষ সুযোগ বলে উল্লেখ করেন; যা বিশ্বনেতৃবর্গ ও জনগণকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পরিচালিত করবে। কেননা কখনো কখনো ভাল ধারণা জনগণের কাছ থেকেই আসে এবং সিদ্ধান্তগ্রহণকারীদের সিদ্ধান্ত নিতে পথ নির্দেশ করে। আদর্শিক কারণে গোষ্ঠী স্বার্থ দ্বারা বিভিন্ন কর্মোদ্যোগ বিঘ্নিত হবার ঝুঁকি থাকলেও আমাদেরকে কাজ করে যেতে হবে বলে পোপ মহোদয় উল্লেখ করেন। পোপ মহোদয় বলেন, সমস্যাগুলো সম্পর্কে জানার সহভাগিতা এবং সমস্যাগুলোর সমাধানে পৌঁছানোর জন্য কারণগুলো চিহ্নিত করাসহ যেকোনো ভাবেই গঠনমূলক উন্নতির সম্ভাবনা থাকে। শান্তি নেতৃবর্গ 'শান্তির জন্য শিক্ষা' বৃদ্ধি করতে পারেন। এই মহামারীর সময়ে একাকীত্ব ও হাইপার টেনশন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে আরো বেশি কঠিন করে দিয়েছে কিন্তু একই সাথে আরো ভাল ধরণের রাজনীতি করার সুযোগ এনেছে। যা সামাজিক বন্ধুত্ব অনুশীলনের মাধ্যমে ভ্রাতৃত্বের বৈশ্বিক সম্প্রদায় গড়তে বিশেষ প্রয়োজন পড়বে। নিজেদের অবস্থানে থেকে শান্তির কারিগড় হবার আহ্বান রাখেন তিনি।

খ্রিস্টপ্রসাদীয় কংগ্রেস এর অংশ হিসেবে ১২০০ শিশুকে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ প্রদান করা হলো

হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদাপেষ্টে ৫২তম আন্তর্জাতিক খ্রিস্টপ্রসাদীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্বেও বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার-হাজার খ্রিস্টভক্ত সেখানে যোগদান করবে। পোপ ফ্রান্সিসও সেখানে যোগ দিবেন এবং সমাপনী বক্তব্য রাখবেন। ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে। বুদাপেষ্টের ম্যাজেস্টিক হিরো স্কয়ারেও প্রায় ১২০০জন শিশুকে প্রথ মবারের মতো খ্রিস্টপ্রসাদ দেওয়া হয়েছে যারা ৫২তম আন্তর্জাতিক খ্রিস্টপ্রসাদীয় কংগ্রেসে কমবয়সী অংশগ্রহণকারী হবে। এতোজনের খ্রিস্টপ্রসাদ মণ্ডলীর জন্য একটি আশাপ্রদ দিক; কেননা দশক দশক ধরে হাঙ্গেরী কম্যুনিষ্ট দ্বারা শাসিত হয়েছে এবং শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা দিতে বাঁধা দেওয়া হতো ও নিরুৎসাহিত করা হতো। আয়োজকরা খ্রিস্টযাগ সম্পর্কে বলেন, খ্রিস্টযাগে আমরা খ্রিস্টের জীবন্ত উপস্থিতি উপলব্ধি করেছি। ১ম খ্রিস্টপ্রসাদের বিষয়টি অ-কাথলিকদের কাছেও বেশ আলোড়ণ সৃষ্টি করেছে। লুথেরান মণ্ডলীর ২৭ বছরের ব্লানকা ফাবেনি কিণ্ডারগার্টেনের একজন ধর্মশিক্ষক বলেন, খ্রিস্টপ্রসাদীয় কংগ্রেস খ্রিস্টমণ্ডলীর বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। ফাবেনির পিতা লুথেরান চার্চের বিশপ এবং তার বোন খ্রিস্টপ্রসাদীয় কংগ্রেসের গানের দলের সদস্য। তিনি বলেন, কংগ্রেস আমাদের খ্রিস্টানদেরকে আরো বেশি ঐক্যবদ্ধ করবে। খ্রিস্টেতে আমরা বিচ্ছিন্ন থাকবো না। একদিন আমরা সবাই খ্রিস্টের দেহের সাথে এক হবো॥

- তথ্যসূত্র : *news.va*

ভক্তি শ্রদ্ধায় ঈশ্বরের সেবক টি এ গাঙ্গুলীর ৪৪তম মৃত্যু বার্ষিকী পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা ধর্মীয় ভাবগাম্বীর্যের মধ্য দিয়ে পালন করা হলো ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল (টিএ) গাঙ্গুলীর ৪৪তম মৃত্যুবার্ষিকী ।

২ সেপ্টেম্বর রমনার সেন্ট মেরীস ক্যাথিড্রালে এই উপলক্ষে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ঢাকার আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। সাথে উপস্থিত ছিলেন বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ সিএসসি এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পুরোহিত, সিস্টার ও খ্রিস্টভক্ত।

খ্রিস্টযাগের শুরুতে ঈশ্বরের সেবক টি এ গাঙ্গুলীর ছবিতে মাল্য প্রদান করা হয় ও প্রদীপ প্রজ্বলন করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

উপদেশবাণীতে ঢাকার আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ খ্রিস্টভক্তদের উদ্দেশে বলেন, "ঈশ্বরের সেবক টিএ গাঙ্গুলীর সাধু শ্রেণীভুক্তকরণের জন্য আরও প্রার্থনা দরকার। আপনারা প্রার্থনা ও প্রচার করতে থাকেন। যার যার বিশ্বাস ভরা অন্তর নিয়ে প্রার্থনা করলে ঈশ্বর প্রার্থনা শুনবেন।"

তিনি আরও বলেন, "বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। ঈশ্বরের সেবক টি এ গাঙ্গুলী যদি সাধু ঘোষিত হন, তাহলে এখানে আমাদের আদর্শ সৃষ্টি হবে। তিনি পবিত্র মানুষ হিসেবে আমাদের সামনে থাকবেন। তাঁকে অনুসরণ করে আমরাও গভীর খ্রিস্টীয় জীবনে প্রবেশ করবো এবং পবিত্রতায় জীবন যাপন করবো।"

তিনি খ্রিস্টভক্তদের ঈশ্বরের সেবক টিএ গাঙ্গুলীর বিষয়ে গভীরভাবে জানার ও তাঁর আদর্শ অনুসরণের আহ্বান জানান। খ্রিস্টযাগে, ঈশ্বরের সেবক টি এ গাঙ্গুলীকে ধন্য শ্রেণীভুক্তকরণের ও তাঁর মাধ্যমে অনুগ্রহলাভের প্রার্থনা করা হয়।

পবিত্র খ্রিস্টযাগের পর রমনা কাথিড্রাল প্রাঙ্গণে অবস্থিত ঈশ্বরের সেবক টি এ গাঙ্গুলীর কবরে পুস্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ঢাকার আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই ও অন্যান্য পুরোহিতগণ। শ্রদ্ধা নিবেদন করে কারিতাস বাংলাদেশ, আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, নটর ডেম কলেজ, ঢাকা, ভ্রাতৃ সংঘ পুরোহিত সম্প্রদায়, দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা, বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন, পবিত্র আত্মা সেমিনারী, সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতাল, বাংলাদেশ খ্রীষ্টান ছাত্রাবাস, মরো হাউজ, গাঙ্গুলী পরিবারসহ আরও অনেকে।

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী মৃত্যুবরণ করেন। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে ভাতিকান থেকে পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট তাঁকে 'ঈশ্বরের সেবক' উপাধি প্রদান করেন। সাধু শ্রেণীভুক্তকরণের প্রথম ধাপ হলো 'ঈশ্বরের সেবক' পদ। এই পদে তাঁরাই সম্মানিত হন যারা সেবা, ভালবাসা, ক্ষমা, সততা ও পবিত্র জীবন যাপন করে থাকেন॥

কার্পাসডাঙ্গা ধর্মপল্লীতে যুব সম্মেলন

নিকোলাস বিশ্বাস গত ২৭ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার খুলনা ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশন এর আয়োজনে কার্পাসডাঙ্গা ধর্মপল্লীতে ১১০ জন যুবক-যুবতীদের নিয়ে

ধর্মপল্লী ভিত্তিক যুব সম্মেলন উদ্‌যাপন করা হয়। যার মূলভাব ছিল **"উঠে দাঁড়াও, তুমি যা দেখছ তার সাক্ষীরূপে আমি তোমাকে নিযুক্ত করলাম।"** (*শিষ্যচরিত-২৬:১৬*)। উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার লাভলু সরকার, ফাদার বিপ্লব রিচার্ড বিশ্বাস, ফাদার উদয় শিমন মণ্ডল, ধর্মপল্লীর সকল ক্যাটিখিস্ট, সিস্টারগণ এবং আরও অনেক ব্যক্তিবর্গ। আর এই সম্মেলনের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন নিকোলাস বিশ্বাস, সেক্রেটারী, খুলনা ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশন। প্রথমেই ঈশ্বরকে স্মরণ করার মধ্যদিয়ে শুরু হয় এই সম্মেলন। এর পরপরই শুভেচ্ছা বক্তব্য এবং পরিচয় পর্ব। তারপর সম্মেলনের মূলভাব নিয়ে সহভাগিতা করেন ফাদার বিপ্লব রিচার্ড বিশ্বাস। তারপর সমাজে ও মণ্ডলীতে যুবাদের অবদান নিয়ে সহভাগিতা করেন ফাদার উদয় শিমন মন্ডল। সেই সাথে যুবকমিশনের সার্বিক বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করেন নিকোলাস উজ্জ্বল হালদার। খ্রিস্টযাগ শেষে সবার জন্য দুপুরের খাবার পরিবেশন করা হয় এবং এর পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে উক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। উক্ত সম্মেলনটি সাফল্যমণ্ডিত করতে সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করেন ফাদার লাভলু সরকার, কার্পাসডাঙ্গা ধর্মপল্লীর পালক-পুরোহিত ও ধর্মপ্রদেশীয় যুব সমন্বয়কারী॥

যুব সেমিনার ও বানিয়ারচর বিসিএসএম ইউনিটের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন

ফাদার জার্মেইন সঞ্চয় গমেজ গত ১৭ জুলাই ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ মঙ্গলবার, "সৃষ্টি ও প্রকৃতির যত্নে ভাইবোন সকলের অংশগ্রহণ" মূলসুরের উপর ভিত্তি করে বানিয়ারচর ধর্মপল্লীতে যুব সেমিনার ও বানিয়ারচর বিসিএসএম ইউনিটের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়। এই সেমিনারে অংশগ্রহণকারী যুবক-যুবতীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১১০ জন। উক্ত সেমিনারে বক্তাগণ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সেশন প্রদান করেন। সকাল ৯:৩০ ঘটিকায় ফাদার জার্মেইন সঞ্চয় গমেজ পৌরহিত্যকারী পবিত্র খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে সেমিনারের শুরু করা হয়। উপদেশে তিনি, মণ্ডলীতে ও সমাজে যুবক-যুবতীদের ভূমিকার কথা সহভাগিতা করে তাদের উৎসাহিত করেন ও সেইমত তাদের জীবন পরিচালিত করতে বলেন।

টিফিন বিরতির পর প্রথম অধিবেশনে বানিয়ারচর ধর্মপল্লীর পারোকিয়াল ভিকার

শ্রদ্ধেয় ফাদার জার্মেইন সঞ্চয় গমেজ শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। সেইসঙ্গে বানিয়ারচর বিসিএসএম ইউনিটের ১৪ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী হিসেবে আমন্ত্রিত অতিথিদের দ্বারা ও যুব প্রতিনিধিদের দ্বারা ১৪ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয়। এরপর **"সৃষ্টি ও প্রকৃতির যত্নে ভাইবোন সকলের অংশগ্রহণ"** এই মূলসুরের উপর সেশন প্রদান করেন শ্রদ্ধেয় ফাদার মিন্টু সামুয়েল বৈরাগী। যুবক-যুবতী হিসেবে সৃষ্টি ও প্রকৃতির প্রতি সকলের দায়িত্ব-কর্তব্যগুলো সম্পর্কে তিনি সহজ, সরল ও গল্পের ছলে বর্ণনা করেন এবং সকলকে উৎসাহিত করেন সৃষ্টি ও প্রকৃতির প্রতি আরও বেশী যত্নশীল হতে। এরপর **"যুব নেতৃত্ব ও আধ্যাত্মিকতা"** এই বিষয়ের উপর সেশন প্রদান করেন বরিশাল ক্যাথিড্রাল এর সহকারী পাল-পুরোহিত শ্রদ্ধেয় ফাদার লরেন্স লেকাভালিয়ে গমেজ। তিনি বলেন, যুবক-যুবতী হিসেবে সকলকে নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জন করতে হবে। তবে অবশ্যই সেই নেতৃত্ব হতে হবে ইতিবাচক ও সমাজ হিতকর। যে নেতৃত্ব সমাজকে অমঙ্গলের দিকে ধাবিত করে আমাদের কখনও উচিত নয় সেই ধরণের নেতা হওয়া। তিনি আরও বলেন, একজন আদর্শ নেতার মধ্যে অবশ্যই আধ্যাত্মিকতার গুণাবলী থাকাও উচিত। তাহলেই সে খ্রিস্টের আদর্শ অনুসরণ করে মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারবে॥

দুপুরের আহারের পর বিগত বছরের ছবি প্রদর্শনী, প্রতিবেদন পাঠ, মুক্ত আলোচনা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করা হয়। এরপর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী হিসেবে কেক কাটা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। পরিশেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী এই সেমিনারের পরিসমাপ্তি ঘটে॥

সাধু যোহনের ধর্মপল্লী, খাগড়াছড়িতে আর্থিক সহায়তা প্রদান

ফাদার রবার্ট গনসালভেছ ▯ বিগত ২৮ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ রবিবার কোভিড-১৯ মহামারী ও চলমান সংক্রমন জনিত আর্থিক সংকটকালে খাগড়াছড়ির প্রেরিত শিষ্য সাধু যোহন ধর্মপল্লীর পাহাড়ী দরিদ্র কৃষিজীবি ও জুমচাষী খ্রিস্টান আদিবাসীদের চট্টগ্রাম আর্চডায়োসিসের উদ্যোগে জরুরী অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। সকাল ১০টায় পবিত্র গির্জা ঘরে সবাই সমবেত হলে রোজারিমালা প্রার্থনা করা হয় এবং পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। পরে গির্জা ঘরের বারান্দায় অর্থ প্রদান শুরু হয়। এতে বিভিন্ন এলাকা হতে তালিকাভুক্ত খ্রিস্টভক্তগণ, কাটিখিস্ট, শিক্ষক, প্রার্থনা পরিচালক ও পরিচালিকা, প্যারিশ কর্মী বৃন্দ ও হোস্টেল কর্মীদের মধ্যে বরাদ্দকৃত অর্থ প্রদান করা হয়। সকল স্বাস্থ্য বিধি মেনে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে উক্ত অর্থ বিতরণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ফাদার রবার্ট গনসালভেছ এবং তাকে সহায়তা করেন প্যারিশ সেক্রেটারি প্রিয়বিকাশ ত্রিপুরা। তাছাড়া সবাইকে এই করোনা ভাইরাস থেকে মুক্ত থাকতে স্বাস্থ্যবিধি পালন, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক পরিধান করা এবং স্যানিটাইজার ব্যবহার করার গুরুত্ব সমন্ধে সচেতন করা হয়। এরই সাথে সবাইকে কোভিড-১৯ এর ভ্যাক্সিন নেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়। দুর্গম পাহাড়ী এলাকা থেকে যারা এই অর্থ গ্রহণ করতে এসেছিল তারা পাহাড়ী কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার্থে বিভিন্ন রকম কৃষি ফলন গির্জায় নিয়ে এসে ফাদারদের আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। অর্থ বিতরণের অনুষ্ঠান শেষ হলে সবার জন্য টিফিন এর ব্যবস্থা করা হয়॥

কেওয়াচালা ধর্মপল্লীর প্রতিপালক সাধু আগষ্টিনের পর্ব পালন

সিস্টার এলিজাবেথ ▯ গত ২৯ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ রবিবার, কেওয়াচালা ধর্মপল্লীতে অতি আনন্দপূর্ণ পরিবেশে পালিত হয় সাধু আগষ্টিনের পর্ব। টানা নয়দিন নভেনার মধ্যদিয়ে খ্রিস্টভক্তদের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির পরে রবিবারে সকলের উপস্থিতিতে পালিত হয় এই উৎসব। এছাড়া একই দিনে কেওয়াচালা ধর্মপল্লীর ৩১ জন ছেলে-মেয়ে হস্তার্পণ সংস্কার গ্রহণ করে। পর্বদিনের খ্রিস্টযাগ শুরু হয় সকাল ৯ টায় এবং এই বিশেষ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই। খ্রিস্টযাগের শুরুতে সাধু আগষ্টিনের প্রতি ভক্তি নিবেদনার্থে নয় দিনের নভেনার নয়টি বিষয় সাধূ আগষ্টিনের মূর্তির সামনে বন্দনা গান ও আরতির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। প্রথমেই আর্চবিশপ সাধু আগষ্টিন ও তাঁর মা সাধ্বী মনিকারা পর্ব পাশাপাশি রেখে সাধু আগষ্টিনের জীবনের বিষয়ে শিক্ষণীয় উপদেশ রাখেন। তিনি আরও বলেন, পরবর্তী বছরগুলোতেও খ্রিস্টভক্তগণ আরও ভাল এবং অর্থপূর্ণ উপদেশ শুনবেন এবং তাঁর মধ্যস্থতায় প্রার্থনার মাধ্যমে অনেক আশীর্বাদ লাভ করবে। পরবর্তীতে তিনি যারা হস্তার্পণ সংস্কার গ্রহণ করেছে তাদের উদ্দেশে বলেন, "পবিত্র আত্মা হচ্ছে ঈশ্বরের দেয়া শক্তি, ঈশ্বরের তৃতীয় ব্যক্তি। এই পবিত্র আত্মার শক্তিতে আমরা মণ্ডলীতে খ্রিস্টের বলবান সৈনিক রূপে সত্যের জন্য কাজ করি, এই শক্তি কোন বাহ্যিক চিহ্ন নয়, এ হল আধ্যাত্মিক চিহ্ন। এই শক্তি দেখা যায় না, অন্তরে অনুভব করতে হয়। এই পবিত্র আত্মার শক্তি আমাদের সত্যের পথে চলতে, পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং জীবনকে পবিত্র রাখতে সর্বদা সাহায্য করে। এ সংস্কার তোমরা তোমাদের আত্মায় চিরদিনের জন্য গ্রহণ করবে এবং শক্তিরূপে সারা জীবন বহন করবে।" করোনার সময়ও শিশুরা হস্তার্পণ সংস্কার গ্রহণ করার যে সুন্দর প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে তার জন্য আর্চবিশপ তাদের ধন্যবাদ দেন। এরই সাথে সকল জনগণের মঙ্গল কামনা করেন ও আশীর্বাদ প্রদান করেন। খ্রিস্টযাগের শেষে কেওয়াচালা ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফদার টমাস কোড়াইয়া শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপকে সবার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান এরইসাথে তিনি সকল খ্রিস্টভক্ত ও যারা এই পর্ব দিনকে কেন্দ্র করে পরিশ্রম দিয়ে তা সুন্দর করে তুলতে সহযোগিতা করেছে তাদেরও ধন্যবাদ জানান। এভাবেই সাধু আগষ্টিনের পর্ব সাফল্যমণ্ডিত হয়॥

JOB CIRCULAR FOR
AN ASSET & CASH MANAGEMENT OFFICER

World Concern Bangladesh, an International Non-Government Organization has micro-finance programs, education programs, health program, disaster preparedness program and capacity building and organizational development program both in rural and urban areas. We are searching an energetic, experienced & potential candidate for its Country Office at Dhaka:

Name of Position: Asset and Cash Management Officer

Purpose: Guided by World Concern's global strategic plan, the Asset & Cash Management Officer (ACMO) will assist the Finance Manager and Accountant in making sure that all financial systems and procedures which relate to asset and cash management are compliant with the organization, donors and government standards & practices.

REQUIRED EDUCATION, SKILLS & EXPERIENCE:

1. Understand, articulate and support WCB vision, mission, core identity and values
2. Minimum B.com with second class in all examinations.M.com/MBA (Accounts/Finance) or equivalentwill be treated as an added advantage.
3. At least 3-year experience in Asset & Cash Management, Accounting, Finance or related field.
4. Knowledge of Bangladesh's Accounting, Finance & Banking practices, requirements and standards
5. Demonstrate ability to read, write and speak English.
6. Working knowledge of accounting software packages and Microsoft Office.
7. Must have problem solving capabilities; be able to work independently while staying aligned with the culture and strategic direction of the organization.
8. Work efficiently and professionally with a variety of personality types.
9. Available for at least a two year commitment.

Job Location: World Concern Bangladesh, Country Office (Dhaka)

Working Conditions:

1. Office set-up with business hours from 8 am to 4 pm without any formal lunch break. Working days are from Sunday through Thursday. S/He may require to work beyond these hours in any emergency situations.
2. This position is based in Dhaka but may requires frequent travel to different offices in Bangladesh.
3. Urban living conditions with exposure at times to challenging living conditions.

Candidates should apply with a full resume with two recent professional references, 02 copies of passport size photograph, copies of National ID Card and Copies of all academic & experience certificates.

Age:25-30 years. **Salary Range:** Negotiable depending on the education and experience of the candidate. **Other Benefits:** As per Organizational Policy after Confirmation.

Application Procedures: Only Female candidates are requested to apply to the followingaddress:**The Officer In charge,** World Concern Bangladesh**,** 12/8 Iqbal Road**,** Mohammadpur, Dhaka-1207. Or send your CV to wcbcohrd@gmail.com on or before September 25, 2021.

বিজ্ঞ/২৪১/২১

নিখিল বিশ্ব ছেড়ে চন্দন এম কস্তা'র ঐশরাজ্যে গমন

প্রয়াত চন্দন মাইকেল কস্তা

জন্ম : ২০ ডিসেম্বর ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ (চড়াখোলা)
মৃত্যু : ৩ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ (ইতালী)
গ্রাম : চড়াখোলা (আইলসা বাড়ি), তুমিলিয়া ধর্মপল্লী।

পৃথিবীতে ঈশ্বরের সকল সৃষ্টির সেরা উপহার মানবের জন্ম। মানব জন্মের মুহূর্ত হতেই ঈশ্বর মানবের মৃত্যু নির্ধারণ করে পাঠিয়ে দেন এ জগতে। একজন মানুষের জীবনে জন্ম ও মৃত্যু ঈশ্বরের চিরন্তন সত্যের বাস্তবায়ন। ঈশ্বরের এই চিরন্তন সত্যটি আমরা মানুষ হিসেবে মেনে নিতে পারি না। চন্দন। চন্দন মাইকেল কস্তা'র মৃত্যু তেমনি আমাদের সকলের মেনে নিতে খুবই কষ্টের, অত্যন্ত বেদনার। চন্দন অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় ও চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ৩ আগস্ট ইতালীতে আমাদের সকলের হৃদয় ও মন ভারাক্রান্ত করে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন। চিরকালীন বিদায়কালে তিনি রেখে গেলেন গর্ভধারিনী মা, প্রিয়তমা স্ত্রী, একমাত্র আদরের কন্যা, ভাই-বোন, আত্মীয় স্বজন।

চন্দন মাইকেল কস্তা ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ২০ ডিসেম্বর, চড়াখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দুই বোন ও দুই ভাইয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। চন্দন, পরিবারের বড় ভাই ও বাড়ির সবার বড় আদরের নাতি ছিলেন। তিনি চড়াখোলা ফাদার উইস স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও তুমিলিয়া বালক উচ্চ বিদ্যালয় হতে পড়াশুনা করেন। ঢাকায় কলেজ জীবন শেষ করে ২০০০ খ্রিস্টাব্দে ইতালীতে বসবাস শুরু করেন।

ছোটবেলা থেকেই চন্দন তার আচরণে ও সুন্দর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বাড়িতে ও গ্রামে সকলের প্রিয় হয়ে ওঠেন। তিনি ছাত্র হিসেবে ছিলেন মেধাবী। বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ছিল তার পদচারণা। চড়াখোলা কিশোর ছাত্র সংঘে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। গ্রামের কেন্দ্রীয় সংগঠন চড়াখোলা খ্রীষ্টান যুব কল্যাণ সমিতিতে কোষাধ্যক্ষ পদে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। সমবায় অঙ্গণে তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এ ডিরেক্টর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। চন্দন ছিলেন অত্যন্ত বন্ধুবৎসল ও সবার প্রিয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। সুদূর ইতালীতে বসবাস করেও গ্রামের উন্নয়নে, সামাজিক অনুষ্ঠানে, খেলাধুলায়, দরিদ্রদের সাধ্যমতো সহযোগিতা করতেন।

আমরা আজ চন্দনকে হারিয়ে নিস্তব্ধ, শোকার্ত ও বেদনায় ভারাক্রান্ত। চন্দনের অসুস্থকালীন সময় হতে ও মৃত্যু পরবর্তী সময়ে যারা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেছেন, প্রার্থনা করেছেন, সমবেদনা, সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছেন সকলের প্রতি আমাদের পরিবারের পক্ষ্য থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। প্রার্থনা করবেন যেন চন্দনের রেখে যাওয়া পরিবার ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদে এ শোক সইবার শক্তি ও সাহস পায়।

ঈশ্বর চন্দনকে তাঁর স্বর্গরাজ্যে অনন্ত শান্তিতে রাখুন।

শোকার্ত পরিবারবর্গ

স্ত্রী : জুঁই ম্যাগ্দেলিন কস্তা
মেয়ে : ছোঁয়া ক্লারা কস্তা
মা : দীপ্তি ক্লারা কস্তা
বাবা : প্রয়াত এডুয়ার্ড সুবল কস্তা

বোন ও বোন জামাই : সুলেখা- রুবেন (আমেরিকা) শিপ্রা-স্ট্যানলী (তেজগাঁও)
ভাই-বউ : চয়ন যোসেফ কস্তা-রজনী ক্লারা কস্তা (ইতালী)
ভাইস্তা : ক্লারন এডুয়ার্ড কস্তা
ভাগিনা-ভাগিনা বউ : রিচ-ভেরোনিকা, রিয়ার, তুর্য্য ও তীর্থ
ভাগিনী-জামাই : ল্যারিসা-ববি, **নাতিন :** লিয়েনা

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ৩৩
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 33
বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা-৩৩
Regd. No. DA-33
❖ 12 - 18 September, 2021, ২৮ ভাদ্র - ৩ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব **'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।** গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেওয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশীর বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যার বিজ্ঞাপন হার :-

শেষ কভার (চার রঙ) বুক্ড	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ) বুক্ড	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো	৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো	২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো	১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো	১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো	৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য

বিজ্ঞাপন বিভাগ
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org